গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)

কাউন্সিলর ওরিয়েন্টেশন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর আলোকে কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ক সহায়িকা

(সংশোধিত : ফেব্রুয়ারি ২০২৪)

গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট এণ্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) কনসালটেন্সি সার্ভিসেস
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
ঢাকা।

কাউন্সিলর ওরিয়েন্টেশন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর আলোকে কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ক সহায়িকা

GICD Consultancy Services
(A Joint venture of RPMC-DDC)

কাউন্সিলর ওরিয়েন্টেশন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর আলোকে কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ক সহায়িকা

সংশোধিত প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সার্বিক নির্দেশনা : **মোঃ আব্দুল বারেক**
প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **আজাহার আলী**
টিম লিডার, জিআইসিডি
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

মুদ্রণে : **রাজু প্রিন্টিং প্রেস**
১৩/১, আর.এন.ডি. রোড, লালবাগ, ঢাকা
টেলিফোন: +৮৮-০২- ২২৩৩৬৭ ৩১৩
মোবাইল: ০১৭১৫-০০৪২৩৫

মুখবন্ধ

কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিনিয়ত গ্রাম থেকে মানুষ নগর বা শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর তাই নগরগুলোতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নগর হিসেবে ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩৩১টি পৌরসভা রয়েছে। দেশের বৃহত্তম পৌরসভা হলো বগুড়া এবং সবচেয়ে পুরনো পৌরসভা হলো যশোর। সর্বশেষ পৌরসভা হলো সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর পৌরসভা। বাংলাদেশের প্রায় ৪০% মানুষ এখন নগরে বসবাস করে। খুব শীঘ্রই এটা ৫০% হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নগরের এই ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ সামাল দিয়ে নাগরিক সেবা প্রদান বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে প্রথমে নিজেকে উন্নয়ন মনস্ক মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। মানুষের মধ্যে সচেতনতা এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যেন তা মানুষের মনে গেঁথে যায়, এটি করতে পারলে প্রত্যেক মানুষই একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পৌরসভা অন্যতম। নগরবাসীর জন্য উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৌরসভা অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত হতে হবে। পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় পৌরসভাসমূহে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিজস্ব রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, রেকর্ড পত্রাদির সংরক্ষণের বিষয়াবলী উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নাই। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে পৌরসভা নগরবাসীর কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিত করে থাকে। উন্নয়নমূখী, সেবামূলক ও একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পৌরসভা পরিচালনার সাথে যুক্ত সকলকে পৌর আইন ও বিধি বিষয়ে সম্যক ধারনা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পৌরসভা আইন ও বিধি বিষয়ক সহায়িকাটিতে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আইন ও বিধি সংযোজন করা হয়েছে। সহায়িকাটি পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। পৌরসভা আইন ২০০৯, পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল ২০১৪, পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা ২০১৩, এবং আদর্শ কর তফসিল ২০১৪ এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিসমূহ সন্নিবেশিতসহ এ সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইইউজিআইপি প্রকল্প, নগর পরিচালন ব্যবস্থার কার্যকর ও টেকসই উন্নয়নের জন্য জিআইসিডি পরামর্শকগনের মাধ্যমে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়ে আসছে। এ সহায়িকাটি সংশোধিত করার ক্ষেত্রে আইইউজিআইপি প্রকল্পে নিয়োজিত জিআইসিডি টীম লিডার জনাব আজাহার আলী এবং সংশ্লিষ্ট পরামর্শকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এ সহায়িকাটি প্রশিক্ষণ প্রদান ও পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

মোঃ আব্দুল বারেক
প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা

প্রকল্প পৌরসভাগুলোর কাঙ্খিত সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন এবং তার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) এর মূল লক্ষ্য। প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে, জিআইসিডি টীম এর পরামর্শকগণ প্রকল্প পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়ে আসছেন, যাতে করে প্রকল্প পৌরসভাগুলো অধিকতর সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি, পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং দারিদ্র হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে এবং অর্জিত জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সকল শ্রেণীর নাগরিককে উন্নততর ও টেকসই সেবা প্রদান করতে পারে।

পৌরসভাগুলোর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে জনপ্রতিনিধি, পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নাগরিকদের জ্ঞানার্জন, দক্ষতাবৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন অপরিহার্য। এমতাবস্থায়, আইইউজিআইপি প্রকল্প, জিআইসিডি পরামর্শকগণের সহযোগীতায় পৌরসভার সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহায়তা দিয়ে আসছে যেন প্রকল্প পৌরসভাগুলো অধিকতর ও কাঙ্খিত সক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং নিয়মিত প্রয়োগের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সকল শ্রেণীর নাগরিকদের উন্নততর ও টেকসই সেবা প্রদান করতে পারে।

এ পর্যায়ে, প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক নির্দেশনায়, জিআইসিডি প্রকল্প পৌরসভাগুলোর জনপ্রতিনিধিবৃন্দের জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। উল্লেখ্য যে, পৌরসভার সকল কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ থেকে জনপ্রতিনিধিরা, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর আলোকে স্বীয় দায়-দায়িত্ব, কার্য-বিধি, কার্যপ্রণালী, আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে, পৌর কর্মকান্ডে আইনানুগ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আইইউজিআইপি এর প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে, যাঁর পরামর্শ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা তৈরি হয়েছে। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই জিআইসিডি টীমের সকল সদস্যদের, যাদের আন্তরিক ও নিরলস পরিশ্রমের বিনিময়ে একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণীত হয়েছে। আশাকরি, এ সহায়িকাটির যথাযথ ব্যবহার পৌরসভার জনপ্রতিনিধিবৃন্দের যথাযথ দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

আজাহার আলী
টীম লিডার, জিআইসিডি
আইইউজিআইপি
এলজিইডি

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
অধ্যায়-১	**পৌরসভা প্রতিষ্ঠা ও গঠন:**	**৯-১৬**
	১.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১০
	১.২ পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, পৌরসভা গঠন ইত্যাদি	১৩
অধ্যায়-২	**নির্বাচন, দায়-দায়িত্ব ও কার্যাবলী:**	**১৭-৩২**
	২.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী	১৮
	২.২ ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা ইত্যাদি	১৮
	২.৩ ওয়ার্ড কমিটির সভা	১৮
	২.৪ মেয়র কাউন্সলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি	২০
	২.৫ শপথ, সম্পত্তির ঘোষণা, অপসারণ, ইত্যাদি	২২
	২.৬ পৌরসভার সম্পত্তি, চুক্তি ইত্যাদি	২৬
	২.৭ পরিষদ, বাতিল ও পুনঃ নির্বাচন	২৭
	২.৮ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী, কমিটি ইত্যাদি	২৮
অধ্যায়-৩	**পৌরসভার স্থায়ী কমিটি:**	**৩৩-৩৮**
	৩.১ পৌরসভার স্থায়ী কমিটি	৩৪
	৩.২ পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন	৩৪
	৩.৩ নির্বাহী ক্ষমতা এবং কার্য পরিচালনা	৩৬
অধ্যায়-৪	**পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব:**	**৩৯-৪৬**
	৪.১ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৪০
	৪.২ নথিপত্র তলব, পরিদর্শন ইত্যাদি	৪১
	৪.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও হিসাব	৪১
	৪.৪ অবকাঠামোগত সেবা	৪৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
অধ্যায় ৫	**পৌর কর আরোপন ও বিবিধঃ**	**৪৭-৫৪**
	৫.১ পৌর কর আরোপণ	৪৮
	৫.২ প্রজ্ঞাপন ও কর প্রবর্তন	৪৮
	৫.৩ আদর্শ কর তফসিল	৪৮
	৫.৪ পৌরকর পুনঃনির্ধারণ	৫০
	৫.৫ পৌরকর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌরসভার করণীয়	৫০
	৫.৬ অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অপরাধ ও শাস্তি	৫৩
	৫.৭ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার	৫৩
	৫.৮ বিবিধ	৫৪
অধ্যায় ৬	**পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী: দ্বিতীয় তফসিল**	**৫৫-৬৭**
	৬.১ শহর পরিকল্পনা	৫৬
	৬.২ ইমারত নিয়ন্ত্রণ	৫৭
	৬.৩ সড়ক	৫৯
	৬.৪ জননিরাপত্তা	৬০
	৬.৫ বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন	৬১
	৬.৬ শিক্ষা এবং সংস্কৃতি	৬১
	৬.৭ সমাজকল্যাণ	৬৩
	৬.৮ উন্নয়ন	৬৩
	৬.৯ অপরাধসমূহ	৬৪

প্রকল্প পরিচিতি

১। প্রকল্পের নাম	:	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
২। প্রকল্প কোড	:	২২৪৩৭৭৮০০
৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পরিকল্পনা অনুযায়ী, টেকসই নগরায়ন, নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা;
৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ
৬। একনেক/প্লানিং কমিশন/মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	:	২০-০৬-২০২৩ইং
৭। বাস্তবায়ন সময়কাল	:	আরম্ভ: ০১-০৭-২০২৩ইং, সমাপ্তি: ৩০-০৬-২০২৮ইং
৮। প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	জিওবি ১০০.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এডিবি ৩০০.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এএফডি ২০০.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রকল্প সাহায্য ০২.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সর্বমোট = ৬০২.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

৯। প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত ৬৩টি ও ওএন্ডএম আওতাভুক্ত ২৫টি পৌরসভা (মোট-৮৮টি পৌরসভা)

ঢাকা বিভাগ (১৭টি পৌরসভা):
ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, গোয়ালন্দ, আড়াইহাজার, মনোহরদী, মুন্সীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, মধুপুর, হোসেনপুর, কালকিনি, নড়িয়া, মানিকগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়া, মিরকাদিম, কালিয়াকৈর, পাকুন্দিয়া এবং ভৈরব।

ময়মনসিংহ বিভাগ (৩টি পৌরসভা):
মদন, নকলা এবং গফরগাঁও।

চট্টগ্রাম বিভাগ (১৯টি পৌরসভা):
চন্দনাইশ, বাঁশখালী, সন্দ্বীপ, রাউজান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ফরিদগঞ্জ, মতলব, হাজীগঞ্জ, চৌমুহনী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, নাজিরহাট, বসুরহাট, দাগনভুঁঞা, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি এবং সোনাগাজী।

খুলনা বিভাগ (৭টি পৌরসভা):
আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, কুমারখালী, কেশবপুর, গাংনী, মনিরামপুর এবং মহেষপুর।

রাজশাহী বিভাগ (১০টি পৌরসভা):
ভবানীগঞ্জ, নওহাটা, বাঘা, রোহনপুর, সাঁথিয়া, কেশরহাট, নজিপুর, সারিয়াকান্দি, শিবগঞ্জ, এবং চারঘাট।

রংপুর বিভাগ (৩টি পৌরসভা):

পাটগ্রাম, উলিপুর এবং সুন্দরগঞ্জ।

সিলেট বিভাগ (৪টি পৌরসভা):

মৌলভীবাজার, ছাতক, কুলাউড়া, চুনারুঘাট।

ওএন্ডএম এর আওতাভুক্ত পৌরসভা (২৫টি পৌরসভা):

লক্ষ্মীপুর, লাকসাম, নবীনগর, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজবাড়ী, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, মুক্তাগাছা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মেহেরপুর, মাগুরা, বেনাপোল, জয়পুরহাট, বেড়া, ঈশ্বরদী, শাহাজাদপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বরগুনা এবং পিরোজপুর।

১০। প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

১.	নাগরিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ;
২.	নগর পরিকল্পনা;
৩.	নারী ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভূক্তিকরণ;
৪.	স্থানীয় সম্পদ আহরণ;
৫.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা ;
৬.	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) এবং ব্যবস্থাপনা;
৭.	জরিপকৃত রাস্তা, ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের তালিকা;
৮.	প্রশাসনিক স্বচ্ছতা;
৯.	পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা।

১১। প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ৯০০ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ;
- ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ১৫০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত ও নিরাপত্তা প্রদান;
- কমপক্ষে ৭টি কমিউনিটিতে জলবায়ু সহনশীল পাবলিক স্পেস নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
- ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ৫০% নারীর অংশগ্রহণে দরিদ্র জনবসতিতে (দরিদ্র ছিটমহল) উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

অধ্যায় ১

পৌরসভা প্রতিষ্ঠা ও গঠন

অধ্যায় ১

পৌরসভা প্রতিষ্ঠা ও গঠন

১.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামল থেকে। কালের প্রবর্তনে ও প্রয়োজনের তাগিদে এ নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। ১৭৯৩ সালে সর্বপ্রথম নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে । এ সময়ে ব্রিটিশ সরকার কোল্‌কাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরে পৌর প্রশাসন স্থাপনের একটি আদেশ জারীর মাধ্যমে এসব প্রশাসনকে হোল্ডিং কর আরোপ ও আদায়, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিচারক নিয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার জন্য কর্মী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে।

নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে ৩টি আমলের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করা যায়, যেমন: ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল। নিচে ব্রিটিশ আমল থেকে ধারাবাহিকভাবে পৌরসভার বিবর্তনের বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ আমল

পৌরসভা বিষয়ক প্রথম আইন, ১৭৯৩: ব্রিটিশ শাসনামলে ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে উপমহাদেশের কোল্‌কাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরে পৌরসভার সূচনা করা হয়। এ আইনে পৌর অঞ্চল সমূহে জাস্টিস অফ্ পিস নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং পৌরসভাকে বাড়ি–ঘরের উপর কর আরোপ এবং চৌকিদার ও ঝাড়ুদার নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়।

বেঙ্গল এ্যাক্ট, ১৮৪২: এ এ্যাক্টের মাধ্যমে প্রথমবারের মত পৌর প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। আইনানুযায়ী একটি শহরের বাড়ির প্রধানদের দুই-তৃতীয়াংশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শহর কমিটি গঠনের বিধান করা হয়।

টাউন পুলিশ এ্যাক্ট, ১৮৫৬: এ আইনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে শহরে পঞ্চায়েত গঠন ও বাড়ি–ঘরের উপর সর্বোচ্চ ৫% হারে করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়।

বেঙ্গল কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৬৪: এ আইনটি অপেক্ষাকৃত বড় শহরের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এ আইনের অধীনে কমপক্ষে ৭জন মনোনীত শহরবাসীকে নিয়ে একটি শহর কমিটি গঠনের বিধান করা হয়।

ডিস্ট্রিক্ট টাউন এ্যাক্ট, ১৮৬৮: এ আইনের অধীনে আরও অধিক সংখ্যক শহরকে পৌর প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনা সম্ভব হয়। এ আইনে কমপক্ষে ৫ জনকে নিয়ে একটি শহর কমিটি গঠনের ব্যবস্থা ছিল, যার এক-তৃতীয়াংশ সরকারি কর্মকর্তা হওয়া আবশ্যিক ছিল। কমিটি প্রতি বছর ১জন চেয়ারম্যান ও ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ করতো।

স্থানীয় সরকার আইন, ১৮৭৩: এ আইনের মাধ্যমে ১৮৬৪ সালের আইনের আওতাভুক্ত শহরগুলোতে সর্বপ্রথম মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কমিশনারের নির্বাচন ও বেতনভোগী ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

এ্যাক্ট ৪, ১৮৭৬: এ আইনের মাধ্যমে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠিত করে ৪ প্রকারে বিভক্ত করা হয়। প্রকারসমূহ হলো: প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি, ইউনিয়ন এবং স্টেশন। কমিশনারগণ তখন সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা প্রশাসক ও মেডিকেল অফিসারগণ পদাধিকারবলে কমিশনার হতেন। চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ করদাতা লিখিতভাবে আবেদন করলে কমিশনারদের নির্বাচিত করা যেত।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৮৮৪: লর্ড রিপনের আমলে পূর্বের সকল আইনকে একত্রিত করে এ আইন অনুমোদন করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পৌরসভার মর্যাদা বাদ দেয়া হয় এবং চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কমিশনার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৯৩২: ১৮৮৪ সালের আইন ও পরবর্তী সংশোধনীসমূহকে একত্র করে এ আইন অনুমোদিত হয়।

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলায় ১১৮টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ছিল। এর মধ্যে পূর্ব বাংলায় ৫২টি ও সিলেট জেলায় ৪টি অবস্থিত ছিল। এ সকল বোর্ডে মোট সদস্য সংখ্যার চার (৪) ভাগের তিন (৩) ভাগ নির্বাচিত ও এক (১) ভাগ মনোনীত কমিশনার হতেন।

বেসিক ডেমোক্রেসিস অর্ডার, ১৯৫৯: মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ (বেসিক ডেমোক্রেসিস অর্ডার), ১৯৫৯ এর অধীনে গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা ছাড়াও ইউনিয়ন ও টাউন কমিটি গঠন করা হয়। ৫৬টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মধ্যে ২৮টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে (যে সব বোর্ডের জনসংখ্যা ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৫ হাজার অথবা তার নিচে ছিল) টাউন কমিটি গঠন করা হয়।

মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০: অবশিষ্ট ২৮টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে মিউনিসিপ্যাল এডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ আমল

বর্তমান বাংলাদেশে প্রথম পৌরসভা গঠিত হয় বেঙ্গল জেলা পৌরসভা আইন, ১৮৬৪ এর অধীনে। এ আইনের অধীনে গঠিত পৌরসভাসমূহের উপর হোল্ডিং কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা এবং কিছু নাগরিক সেবা প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নাগরিক সেবার পরিধি বিস্তার এবং আয়ের উৎস সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে বাংলাদেশে প্রথম পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৭, ১৯৭২: এই আদেশ বলে সকল স্থানীয় পরিষদ বাতিল করে তার পরিবর্তে প্রশাসক নিয়োগ করা হয় এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের নাম নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা হয়:

- ইউনিয়ন কাউন্সিল = ইউনিয়ন পঞ্চায়েত
- থানা কাউন্সিল = থানা উন্নয়ন কমিটি
- জেলা কাউন্সিল = জেলা বোর্ড
- টাউন কমিটি = শহর কমিটি
- মিউনিসিপ্যাল কমিটি = পৌরসভা

প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ২২, ১৯৭৩: এ আদেশ বলে শহর কমিটিসমূহকে পৌরসভা হিসেবে আখ্যায়িত করা এবং পৌরসভাসমূহে নাগরিকদের সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হয়।

পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭: এই অধ্যাদেশে ভাইস-চেয়ারম্যানের পদটি লুপ্ত করা হয়। কমিশনারের সংখ্যা নির্বাচনী এলাকার উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা এবং অন্ততঃ ৯ জন কমিশনার সমন্বয়ে একটি পৌরসভা গঠনের বিধান করা হয়। আইনানুযায়ী মনোনীত মহিলা কমিশনারের সংখ্যা নির্বাচিত কমিশনারদের এক-দশমাংশের বেশী হতে পারতো না। পরবর্তীতে এই আইনের এক সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিটি পৌরসভায় ৩জন মহিলা কমিশনার নিয়োগের বিধান করা হয়। ১৯৯৭ সালে অপর এক সংশোধনীর মাধ্যমে পৌরসভা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মহিলা কমিশনারদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ডে মহিলাদের জন্য ১টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি মহিলা কমিশনার নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জনগণের

অংশগ্রহণ এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার গঠন করার কথা বলা হয়েছে এবং জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ প্রশাসনিক এককের (ইউনিট) মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (অনুচ্ছেদ: ৫৯ ও ৬০)

অনুচ্ছেদ: ৫৯ স্থানীয় শাসন

(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;
(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

অনুচ্ছেদ: ৬০ স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনের কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

সংবিধানের আলোকে, সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা নির্ধারিত কর, ফি, রেইট এবং টোল আদায়ের ক্ষমতা অর্পণ করে দেশে কয়েক ধরণের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৫ প্রকারের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান রয়েছে, যথা: জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা। এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভৌগোলিক এলাকা	গ্রামীণ স্থানীয় সরকার	নগর স্থানীয় সরকার
বিভাগ	-	সিটি কর্পোরেশন
জেলা	জেলা পরিষদ	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
উপজেলা	উপজেলা পরিষদ	পৌরসভা
ইউনিয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ	-

বাংলাদেশে শহর ও নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হলো সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা। আর পল্লী অঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হলো: জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ।

[1]Ref. LGD website October 2023

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯:

বাংলাদেশের নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন শাসনামলে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমানে পৌরসভা নামের স্থানীয় সরকার কাঠামোতে উপনীত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ বাংলাদেশে শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকারের ক্রম বিবর্তনের সর্বশেষ সুসংগঠিত আইন। বর্তমানে ৩৩১টি পৌরসভা এ আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনটি স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ নামে ৬ই অক্টোবর ২০০৯ (২১শে আশ্বিন ১৪১৬) তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহিত হইয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে। এই আইনটিতে ১৩১টি ধারা, ৫টি ভাগ ও ৮টি তফসিল রয়েছে। বর্তমানে এই আইনের অধীনে বাংলাদেশের ৩৩১টি পৌরসভা পরিচালিত হচ্ছে।

১.২ পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, পৌরসভা গঠন ইত্যাদি

শহর এলাকা ঘোষণা

ধারা-৩

(১) সরকার প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন: (ক) জনসংখ্যা, (খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব, (গ) স্থানীয় আয়ের উৎস (ঘ) অকৃষি পেশার শতকরা হার, এবং (ঙ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্বসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণের পর সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোন পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে এই মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, ঘোষণাকৃত এলাকার-

(ক) তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত;
(খ) শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমি অকৃষি প্রকৃতির;
(গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে দুই হাজার এর কম নয়;
(ঘ) জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন শহর এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ অনূর্ধ্ব এক মাসের মধ্যে উক্ত রূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরকারের বরাবরে লিখিত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে।

(৪) সরকার উপ-ধারা (৩) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তি তিন মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিবে এবং শহর এলাকা গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে সরকার উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

ধারা-৪

১. এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বিদ্যমান সকল পৌরসভা যেই নাম এবং এলাকা লইয়া গঠিত এই আইনের অধীন সেই নাম এবং এলাকা লইয়া গঠিত পৌরসভা বলিয়া গণ্য হইবে।

২. এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত এক বা একাধিক শহর এলাকা সমন্বয়ে নূতন পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং উক্ত পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত এলাকা পৌর এলাকা হিসাবে অভিহিত হইবে।

৩. পৌরসভা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি ও উপ-আইন বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

[1]*Ref. LGD website October 2023*

৪. সরকার এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে-

(ক) ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ব্যতীত, অন্যান্য শহর এলাকা সমন্বয়ে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) কোন পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য রূপে পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে;

(গ) পৌর এলাকা সংলগ্ন কোন শহর এলাকাকে পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(ঘ) কোন পৌর এলাকাকে বিভক্ত করিয়া দুই বা ততোধিক পৌর এলাকা করিতে পারিবে;

(ঙ) দুই বা ততোধিক সন্নিকটের পৌর এলাকাকে একীভূত করিয়া একটি পৌর এলাকা করিতে পারিবে;

(চ) দুই বা ততোধিক পৌর এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে ।

প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে পৌরসভা

ধারা- ৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৫৩ অনুচ্ছেদের মধ্যে ৫৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভা একটি প্রশাসনিক একাংশ বা ইউনিট হিসাবে গণ্য হইবে।

পৌরসভা গঠন

ধারা-৬

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যত শীঘ্র সম্ভব, প্রত্যেক পৌর এলাকায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি পৌরসভা গঠিত হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডের সমসংখ্যক কাউন্সিলর; এবং

(গ) ধারা ৭ এর অধীন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

(৩) এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে সরাসরি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে কোন পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হইবেন।

(৪) মেয়র পৌরসভার একজন কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৫) পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এর দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুযোগ-সুবিধাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা- এই উপ-ধারায় কাউন্সিলর অর্থে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরও বুঝাইবে।

পরিষদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব

ধারা-৭

(১) প্রত্যেক পৌরসভার জন্য সরকার কর্তৃক ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) (খ) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলিয়া উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণ এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে সরাসরি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই কোন মহিলাকে সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার অধিকারকে খর্ব করিবে না।

ব্যাখ্যা-এই ধারার অধীন সংরক্ষিত আসনে সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যদি উক্ত সংখ্যার ভগ্নাংশ থাকে এবং উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেক বা তদুর্ধ্ব হয়, তবে উহাকে পূর্ণ সংখ্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং যদি উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেকের কম হয়, তবে উহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

পৌরসভার মেয়াদ, ইত্যাদি

ধারা-৮

(১) ধারা ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, পৌরসভা গঠনের পর প্রথম সভার তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসর পর্যন্ত উক্ত পৌরসভার মেয়াদ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, নির্বাচিত নূতন পৌরসভা উহার প্রথম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, পূর্ববর্তী পৌরসভার সদস্যগণ তাহাদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

** ২০২২ সালের এপ্রিল ১১ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে এই আইনের অধীন নূতন কোনো পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হইলে অথবা কোনো পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সরকারি কর্মকর্তা অথবা সরকার উপযুক্ত মনে করেন এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনে যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন পৌরসভার মোট কাউন্সিলর গণের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের নির্বাচন এবং মেয়র নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর পৌরসভা যথার্থভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার অধীন শতকরা পঁচাত্তর ভাগ গণনায় ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে, শতকরা দশমিক পাঁচ শূন্যের কম ভগ্নাংশ হিসাবে নেওয়া হইবে না এবং শতকরা দশমিক পাঁচ শূন্য বা উহার বেশি ভগ্নাংশ কে একক সংখ্যা ধরা হইবে।

(৩) কোন পৌরসভা গঠিত হইবার পর ইহার প্রথম সভা এমন এক তারিখে অনুষ্ঠান করিতে হইবে যাহা সরকারি গেজেটে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর গণের নাম প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের পরে নহে ।

পৌরসভার নামকরণ

ধারা- ৯

(১) সাধারণতঃ যেই এলাকায় পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই এলাকার নামেই পৌরসভার নামকরণ হইবে এবং কোন ব্যক্তির নামে নূতন করিয়া কোন পৌরসভার নামকরণ করা যাইবে না।

(২) বিদ্যমান পৌরসভার ক্ষেত্রে, উক্ত পৌরসভার সম্মতি ব্যতিরেকে নাম পরিবর্তন করা যাইবে না।

পৌরসভার শ্রেণিবিন্যাস

ধারা-১০

সরকার, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস করিতে পারিবে।

মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সন্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি

ধারা-১২

মেয়র ও কাউন্সিলরগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পৌরসভা হইতে সন্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

পৌর ভবন
নেত্রকোণা পৌরসভা

অভিযোগ প্রতিকার সেল আয়োজিত সভা
খাগড়াছড়ি পৌরসভা

সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা সহ পৌর ভবন
টুঙ্গীপাড়া পৌরসভা

পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পৌরসভার সাধারন সভা
গোপালগঞ্জ পৌরসভা

অধ্যায় ২

নির্বাচন, দায়-দায়িত্ব ও কার্যাবলী

অধ্যায় ২

নির্বাচন, দায়-দায়িত্ব ও কার্যাবলী

২.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (ইউজিআইএপি) তে ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রকল্পের ইউজিআইএপি এর শর্ত অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটিকে নিয়মিত ব্যবধানে সভা আয়োজন, আলোচনায় মহিলা ও দরিদ্রসহ সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, আয়োজিত সভাসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ ও পৌরসভাকে অবহিতকরণে বিধান রাখা হয়েছে।

২.২ ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা ইত্যাদি

পৌর এলাকাকে ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণ

ধারা-১৩

পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সরকার, পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করিবে।

ওয়ার্ড কমিটি

ধারা-১৪

(১) পৌর এলাকার প্রত্যেক ওয়ার্ডে অনধিক দশ সদস্য লইয়া, পরিষদের অনুমোদনক্রমে, ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর ঐ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হইবেন।

(২) মোট দশ সদস্যের মধ্যে ৪০% সদস্য মহিলা হইবেন, তবে এই ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডের কার্য পর্যালোচনা পূর্বক পৌরসভা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ওয়ার্ড কমিটির কার্য পরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে, এবং বিধি না হওয়া পর্যন্ত, পৌরসভা সাধারণ আদেশ দ্বারা উহা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৪) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়ার্ড কমিটির অন্যতম কাজ হইবে উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে ওয়ার্ডের নাগরিকগণকে পৌরসভার উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা।

(৫) পৌরসভার মেয়াদকালীন সময়ের জন্য, পরবর্তী উত্তরাধিকারী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত, ওয়ার্ড কমিটি কার্যকর থাকিবে।

২.৩ ওয়ার্ড কমিটির সভা

১. প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটি প্রতি তিন মাসে ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করবে;

২. ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে ওয়ার্ড কমিটির সহ-সভাপতির সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হবে;

৩. সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে ওয়ার্ড কমিটির সদস্য-সচিব সভার তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণপূর্বক সভা আহ্বান করবেন;

৪. উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে যথাযথভাবে নোটিশ প্রদান করতে হবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান করবে না;

৫. কমিটির ৫জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে, তবে মূলতবী সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না;

৬. গভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত নোটিশে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচী উল্লেখ থাকবে এবং উল্লেখিত আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠিত হবে;

৭. সভায় পূর্ববতী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে;

৮. কমিটির সভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে, সভাপতি তাঁর ব্যাখ্যা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।

ওয়ার্ড কমিটির কার্যপরিধি

১. ওয়ার্ডের চলমান, বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ণমূলক কাজের অগ্রগতি, গুণগতমান ও সমস্যা নিয়ে ওয়ার্ডের নাগরিকগণের সহিত আলোচনা করা;

২. ধারা ১১৫ এর অধীন গঠিত কমিটির (টিএলসিসি) সভায় ওয়ার্ডের অবোকাঠামো এবং সেবা ও সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করা;

৩. জনগণকে কর, উপ-কর, ফিস, টোল ও রেইট, ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৪. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ অত্যাবশ্যকীয় আর্থ-সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ;

৫. রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প নির্ধারণের জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;

৬. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষ রোপণ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;

৭. ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৮. সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিভুক্ত (যেমন : ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, ভর্তুকি ইত্যাদি) ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে পৌরসভায় প্রেরণ করা;

৯. জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে সেচ্ছা শ্রমেরভিত্তিতে সহায়তা করা;

১০. মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

১১. পৌরসভা কর্তৃক বাজেট অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি ৬ মাসে একবার ১৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া ওয়ার্ডের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা করিয়া জনগণের মতামত বাস্তবায়নের জন্য উহা পরিষদে প্রেরণ করা;

১২. সরকার এবং পরিষদ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন করা।

প্রতিবেদন প্রেরণ: কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ওয়ার্ডের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে পরিষদে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

২.৪ মেয়র কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি

ধারা-১৯

(১) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;

(গ) মেয়রের ক্ষেত্রে যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে; এবং

(ঘ) সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরসহ অন্যান্য কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার জন্য এবং উক্তরূপ মেয়র বা কাউন্সিলর পদে থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কতৃর্ক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) কোন ফৌজদারী বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের বা পৌরসভার অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এইরূপ বেসরকারী সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহী পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুতির পর এক বৎসর অতিবাহিত না করিয়া থাকেন;

(ছ) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকায় সরকারকে পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তাহার নিজ নামে বা তাহার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

ব্যাখ্যা। উপরি-উক্ত দফা (ছ) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেই ক্ষেত্রে-

(১) চুক্তিটিতে অংশ বা স্বার্থ তাহার উপর উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদি না উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয়; অথবা

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন পাবলিক কোম্পানীর দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে যাহার তিনি একজন শেয়ারহোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালকও নহেন বা ম্যানেজিং এজেন্টও নহেন; অথবা

(৩) তিনি কোন যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য হিসাবে চুক্তিটিতে তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোন স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোন সদস্য কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(জ) বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কার্য সম্পাদনে বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পৌরসভার কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে;

(ঝ) মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত নিজস্ব বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণ অথবা ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ইহার আওতাভুক্ত হইবে না;

(ঞ) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদারগণ যাহার কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা উহার কোন কিস্তি, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে পরিশোধে খেলাপী হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা। –উপরি-উক্ত দফা (ঝ) ও (ঞ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে "ঋণ খেলাপী" অর্থ ঋণ গ্রহীতা ছাড়াও যিনি বা যাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা ফার্ম Banker's Book of Account এ ঋণ খেলাপী হিসাবে চিহ্নিত আছে তাহাদেরকেও বুঝাইবে।

(ট) পৌরসভার নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা অনাদায়ী থাকে;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ পৌরসভাকে পরিশোধ না করেন;

(ড) অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ঢ) কোন সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকুরী হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ, ইত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া চাকুরীচ্যুত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার এইরূপ চাকুরীচ্যুত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ণ) পৌরসভার তহবিল তছরুপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;

(ত) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধির ধারা ১৮৯ ও ১৯২ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(থ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধির ধারা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(দ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন; এবং

(ধ) কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন।

(৩) প্রত্যেক মেয়র বা কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।

২.৫ শপথ, সম্পত্তির ঘোষণা, অপসারণ, ইত্যাদি

শপথ ও ঘোষণা

ধারা-২৭

(১) মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম তফসিলে বর্ণিত ছকে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং শপথ বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন।

(২) মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ মেয়র ও সকল কাউন্সিলরকে শপথ গ্রহণ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা

ধারা-২৮

(১) মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলরকে, শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা প্রদানের সময় ট্যাক্সপেয়ার'স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টি.আই.এন) সহ, যদি থাকে, সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত তাহার এবং তাহার পরিবারের সদস্যদের দেশে ও বিদেশে অবস্থিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সর্বশেষ বিবরণ, একটি হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত টিআইএন যদি থাকে, সম্বলিত সম্পত্তির সর্বশেষ হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে বা করা না হইলে মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলর শপথ গ্রহণ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণার সময় তাহার এবং তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত হলফনামা এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত লিখিত বিবরণ অসত্য প্রমাণিত হইলে, ক্ষেত্রবিশেষে, মেয়র বা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে, অসদাচরণের অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: –এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "পরিবারের সদস্য" বলিতে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা পৌর কাউন্সিলরের স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার সহিত বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সৎপুত্র, সৎকন্যা, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বুঝাইবে।

একাধিক পদে প্রার্থিতায় বাধা

ধারা-২৯

(১) কোন ব্যক্তি একই সাথে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন পৌরসভার একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হইলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইবে।

(৩) পৌরসভার মেয়াদকালে কোন কারণে মেয়র পদ শূন্য হইলে, কোন কাউন্সিলর মেয়রের পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কাউন্সিলরকে স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।

মেয়র ও কাউন্সিলরের পদত্যাগ

ধারা- ৩০

(১) কোন কাউন্সিলর পৌরসভার মেয়র বরাবর তাহার পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ পদত্যাগপত্র মেয়র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত কাউন্সিলরের পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মেয়র সরকার কতৃর্ক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার নিকট তাহার পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সচিব বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ নির্দিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্তির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৩) (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন পদত্যাগের বিষয়টি সচিব বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনধিক তিন দিনের মধ্যে পরিষদ, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারকে অবহিত করিবেন।

মেয়র কাউন্সিলরের সাময়িক বরখাস্ত

ধারা-৩১

(১) যেক্ষেত্রে কোন পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অপসারণের কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে আদেশ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত মেয়র, তাহার অনুপস্থিতিতে মেয়রের দায়িত্ব পালনের জন্য জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে মেয়রের প্যানেলের সদস্যের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন এবং উক্ত মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা মেয়র অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নূতন মেয়র নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে পৌরসভার কোন কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত কাউন্সিলর অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নূতন কাউন্সিলর নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে একজন কাউন্সিলর সাময়িকভাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

মেয়র ও কাউন্সিলর অপসারণ

ধারা-৩২

(১) মেয়র অথবা কাউন্সিলর তাহার নিজ পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি-

(ক) পৌরসভার নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকেন অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

(গ) দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(ঘ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঙ) নির্বাচনের পর ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধারা ১৯(২) অনুযায়ী নির্বাচনে অযোগ্য ছিলেন;

(চ) বার্ষিক ১২টি মাসিক সভার স্থলে অন্যূন নয়টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে বা উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন;

(ছ) তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করেন কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া উহা দাখিলের ছয় মাসের মধ্যে প্রমাণিত হয়।

ব্যাখ্যা।–এই উপ-ধারায় বর্ণিত 'অসদাচরণ' বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, ধারা ২৮ অনুযায়ী সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান না করা কিংবা অসত্য হলফনামা দাখিল করা, এবং বিধি-নিষেধ পরিপন্থী কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন ইত্যাদি বুঝাইবে।

মেয়র ও কাউন্সিলরদের অধিকার ও দায়বদ্ধতা

ধারা-৩৭

১. পৌরসভার মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলর এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সাপেক্ষে পৌরসভার সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে।

২. পরিষদের প্রত্যেক সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভার মেয়র অথবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতির নিকট পরিষদের বা স্থায়ী কমিটির প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা ব্যাখ্যা দাবি করিতে পারিবেন।

৩. পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর পৌরসভা কর্তৃক অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত কোন কাজ বা প্রকল্পের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে পৌরসভার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে।

৪. মেয়র এবং কাউন্সিলর এই আইনের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে পৌরসভার কার্য পরিচালনা করিবেন এবং পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

আস্থার প্রস্তাব

ধারা-৩৮

১. এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে বা শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে মেয়র বা কোন কাউন্সিলরকে তাহার পদ হইতে অপসারণের লক্ষ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে।

২. যে কোন একজন কাউন্সিলর ব্যক্তিগতভাবে উপ-ধারা (১) এর অধীন অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের স্বাক্ষরিত নোটিশ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৩. অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর উক্ত কর্মকর্তা এক মাসের মধ্যে অভিযোগসমূহ তদন্ত করিবেন এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে দশ কার্যদিবসের সময় দিয়ে তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশ দিবেন।

৪. উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা নোটিশ প্রাপ্তির অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের সভা আহবান করিবেন অথবা মেয়রকে সভা আহবানের জন্য অনুরোধ করিবেন এবং সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

৫. মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর এবং কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র সভায় সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়র অনুপস্থিত থাকিলে বা অন্য কোন কারণে তাহাকে পাওয়া না গেলে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে একজন কাউন্সিলরকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত করা হইবে।

উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগকৃত কর্মকর্তা সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।

৬. এই ধারার উদ্দেশ্যে আহুত সভাটি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ব্যতীত স্থগিত করা যাইবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

৭. সভার শুরুতে সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবটি সভায় পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা আহ্বান করিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া এই ধরনের উন্মুক্ত আলোচনা বা বিতর্ক স্থগিত করা যাইবে না।

৮. সভা শুরু হইবার তিন ঘন্টার মধ্যে বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনা সমাপ্ত না হইলে, অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

৯. সভার সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করিবেন না এবং তিনি ব্যালটের মাধ্যমে উপ-ধারা (৯) এর অধীন ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, তবে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট দিতে পারিবেন না।

১০. নিয়োগকৃত কর্মকর্তা সভা শেষ হওয়ার পর পরই অনাস্থা প্রস্তাবের কপি এবং ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১১. অনাস্থা প্রস্তাবটি পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের আসনটি সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

১২. অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত তারিখের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত না হইলে অনুরূপ কোন অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা যাইবে না।

১৩. পৌরসভার মেয়র বা কোন কাউন্সিলর দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা নোটিশ আনয়ন করা যাইবে না।

মেয়র ও কাউন্সিলরের অনুপস্থিতির ছুটি

ধারা-৩৯

১. মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে পরিষদ যুক্তিসঙ্গত কারণে এক বৎসরের সর্বোচ্চ তিন মাস ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২. কোন কাউন্সিলর ছুটিতে থাকিলে বা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য পৌরসভার মেয়র পার্শ্ববর্তী যে কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

৩. কোন মেয়র অথবা কাউন্সিলরের উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ছুটির অতিরিক্ত সময়ের জন্য ছুটির প্রয়োজন হইলে সরকার অতিরিক্ত সময়ের ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

মেয়রের প্যানেল

ধারা-৪০

১. পৌরসভা গঠিত হইবার পর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার একমাসের মধ্যে কাউন্সিলরগণ অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবেন তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত তিনজনের মেয়রের প্যানেলের মধ্যে একজন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হইতে হইবে।

২. অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য যেকোন কারণে মেয়র দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩. পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যু অথবা অন্য যেকোন কারণে মেয়রের পদ শূন্য হইলে নূতন মেয়রের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪. এই আইনের বিধান অনুযায়ী মেয়রের প্যানেলভুক্ত কোন সদস্য অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে অসম্মতি জ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনধিক এক মাসের মধ্যে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য কোন কাউন্সিলরকে মেয়রের প্যানেলভুক্ত করিতে হইবে।

৫. উপ-ধারা (১) ও (৪) এর অধীন সদস্য গণের মধ্য হইতে মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করা না হইলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে মেয়রের প্যানেল তৈরি করিতে পারিবে।

কতিপয় ব্যক্তি কাউন্সিলর বিবেচিত হইবেন

ধারা-৪৩

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণার পর পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে সেই এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্য পৌরসভার কাউন্সিলর হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

২.৬ পৌরসভার সম্পত্তি, চুক্তি ইত্যাদি

পৌরসভার সম্পত্তি

ধারা-৪৪

(১) সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) পৌরসভার মালিকানাধীন অথবা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভার প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) এই আইন অথবা বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুরূপ সম্পত্তি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে লাগাইতে পারিবে।

(২) পৌরসভা-

(ক) নিজস্ব অথবা সরকার অথবা অন্য কর্তৃপক্ষ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তির সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নতিসাধন করিতে পারিবে;

(খ) উন্নয়ন জরিপের মাধ্যমে ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সম্পত্তির বিবরণাদি প্রস্তুত করিয়া প্রতি বৎসর ইহা হালনাগাদ করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের বিবরণী, মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া ইহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) দান, ক্রয় অথবা অন্য কোন পন্থায় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে;

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভার সীমানার বাহিরেও সম্পত্তি অর্জন আবশ্যক হইলে সরকারের অনুমোদনক্রমে সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে।

সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

ধারা-৪৬

(১) পৌরসভা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে উহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া ইজারা প্রদান অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে এবং অস্থাবর সম্পত্তি একই প্রক্রিয়ায় ইজারা অথবা ভাড়ায় ব্যবহার করিতে পারিবে।

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন সম্পত্তি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারিবে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইহার ফলে পৌরসভা অধিকতর লাভবান হইবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি এই আইনের কোনো উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে পৌরসভার প্রয়োজনে আসিবে না।

(২) সরকার অথবা সরকারি কোনো বিভাগ বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে বিক্রয় করা যাইবে।

দায়দেনা আদায়

ধারা-৪৭

পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং পৌরসভার প্রশাসনিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত অথবা পৌরসভার পক্ষে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অবহেলা অথবা অসদাচরণের প্রত্যক্ষ পরিণামে পৌরসভার কোন অর্থ অথবা ইহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষতি, অপচয় অথবা অপব্যবহারের জন্য দায়ী বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহা সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২.৭ পরিষদ, বাতিল ও পুনঃ নির্বাচন

ধারা-৪৯

(১) সরকার, নিম্নবর্ণিত কারণে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন পরিষদ বাতিল ঘোষনা করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কোন পৌরসভা চলতি অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী বৎসরের বাজেট পাশ করিতে ব্যর্থ হইলে; অথবা

(খ) পৌরসভার ৭৫% নির্বাচিত কাউন্সিলর পদত্যাগ করিলে; অথবা

(গ) পৌরসভার ৭৫% নির্বাচিত কাউন্সিলর এই আইনের বিধান অনুসারে অযোগ্য হওয়ার কারণে অপসারিত হইলে; এবং

(ঘ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বৎসরে ধার্যকৃত মোট কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস,ইত্যাদি কমপক্ষে ৭৫% আদায় করিতে ব্যর্থ হইলে;

(ঙ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি ১২ (বার) মাস বকেয়া থাকিলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পৌরসভা বাতিল করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানীর সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্নিত অতিরিক্ত হিসাবে সরকারের বিবেচনায় কোন পৌরসভা এই আইন ও অন্যান্য আইন ও বিধি, প্রবিধি, ইত্যাদির মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হইলে অথবা পৌরসভা ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, সরকার সরকারি গ্রেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা অনুসারে পৌরসভা ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে সরকার ভাঙ্গিয়া দিবার কারণসহ প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে অবহিত করিবে এবং কোনরুপ আপত্তি বা ব্যাখ্যা থাকিলে তাহা বিবেচনা করিয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন গেজেট প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে এবং একই তারিখ হইতে পৌরসভার মেয়র ও সকল কাউন্সিলরের আসন শূণ্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৫) পুনর্গঠিত পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগন পৌরসভার অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

(৬) পরিষদ বাতিল হইবার এবং পুনর্গঠিত হইবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এই আইনের ধারা ৪২ (প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত) অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

(৭) পৌরসভার সকল সম্পদ ও দায় উপ-ধারা (৬) এর অধীন গঠিত প্রশাসক দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পৌরসভা পুনর্গঠিত হওয়া পর্যন্ত এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন পুনর্গঠিত পৌরসভার উপর দায়িত্ব গ্রহনের পর হইতে পৌরসভার অবশিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত বর্তাইবে।

২.৮ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী, কমিটি ইত্যাদি

পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ধারা-৫০

(১) পৌরসভার মূল দায়িত্ব হইবে -

(ক) স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিক গণের এই আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা;

(খ) পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(গ) পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; এবং

(ঘ) নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভার কার্যাবলী হইবে -

(ক) আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ;

(খ) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন;

(গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাথ, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ;

(চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী;

(ছ) পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়কবাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাসস্ট্যান্ড বা বাসস্টপ এর ব্যবস্থা করা;

(জ) নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঝ) বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা;

(ঞ) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্র বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি; এবং

(ট) আইন, বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন বা সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৩) উপরি-উক্ত যেকোন কার্য সম্পাদন করিতে পৌরসভার নিজস্ব কারিগরি ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সামর্থ না থাকিলে নাগরিক সুবিধার্থে উপরিউক্ত কার্যাবলী স্থগিত করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত কোন কার্য সম্পাদিত না হইলে সরকার এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপরি-উক্ত কার্যাবলী ছাড়াও পৌরসভা উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী

ধারা-৫১

(১) এই আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইত্যাদি যেকোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করিবে।

(২) অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্য পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদন করিবার প্রস্তাব করা হইলে সরকার উহা যথাযথ মনে করিলে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন

ধারা-৫২

(১) পৌরসভা প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে না পারিলে সরকার পৌরসভার অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেয়রের সহিত পরামর্শক্রমে খসড়া প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবে।

নাগরিক সনদ প্রকাশ

ধারা-৫৩

(১) এই আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার বিবরণ প্রকাশ করিবে যাহা "নাগরিক সনদ" (Citizen Charter) বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) সরকার পৌরসভার জন্য আদর্শ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং পৌরসভা আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাখিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের পবিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হইলে, তাহা অবগতির জন্য সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ-

(ক) পৌরসভা প্রদত্ত প্রতিটি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ;

(খ) পৌরসভা প্রদত্ত সেবা প্রদানের মূল্য;

(গ) সেবা গ্রহণ ও দাবি করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া;

(ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা;

(ঙ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব;

(চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা;

(ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া; এবং

(জ) সনদে উল্লিখিত অঙ্গীকার লংঘনের শাস্তি।

নাগরিক সনদের একটি নমুনা অপর পাতায় দেখানো হল।

উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন

ধারা ৫৪

১. প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করিবে।

২. উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিবে।

৩. পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

"নাগরিক সনদ" (Citizen Charter)

খাগড়াছড়ি পৌরসভা
নাগরিক সনদ
পৌরসেবা প্রাপ্তির কৌশল ও প্রক্রিয়া

প্রশাসনিক বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের সেবা-সাধারণ শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	আগন্তুকদের আগমনের উদ্দেশ্য ও কারণ লিপিবদ্ধকরণ	অভ্যর্থনা ও পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে/নারীদের জন্য নারী কর্ণারের মাধ্যমে	বিনামূল্যে	আগন্তুকদের সেবার প্রাপ্তির কক্ষ চিনিয়ে দেওয়া, সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান	পৌর ভবনের প্রবেশ মুখ
২	জাতীয়তা সনদ	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	৫০/-	২ দিন	কক্ষ নং: ১০৫
৩	উত্তরাধিকার সনদ	ঐ	৩০০/-	৭ দিন	কক্ষ নং: ২০৩
৪	আয়ের সনদ	ঐ	২০০/-	২ দিন	কক্ষ নং: ২০৩
৫	অবিবাহিত সনদ	ঐ	১০০/-	১৫ দিন	কক্ষ নং: ২০৩
৬	বিবিধ সনদ	ঐ	১০০/-	২ দিন	কক্ষ নং: ২০৩

প্রশাসন বিভাগের পারিবারিক আদালতের সেবা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	যে কোন অভিযোগ "অভিযোগ নিষ্পত্তি বোর্ড" কর্তৃক বাছাই, শুনানির দিন ধার্য, অভিযোগকারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান ও শুনানি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়।	মেয়র বরাবরে আবেদন	৫০০/-	অভিযোগ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে	বিচার সহকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক (কাউন্সিলর)

নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	স্থায়ী কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং
১	বেগম সালেহা রহমান	১নং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর	সভাপতি	০১৮২০৭০০১১৬
২	জনাব প্রভাত কুমার তালুকদার	সহকারী কর আদায়কারী (ভাঃ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফ	০১৮২৮৯০৪০৮০

দরিদ্রদের সহযোগীতা ও দারিদ্র হ্রাস বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য 'দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটি'

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	স্থায়ী কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং
১	জনাব মো. আনোয়ার হোসেন	৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সভাপতি	০১৫৫০৬০৪৯১০
	জনাব আবু তাহের	এসেসর ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা (ভাঃ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফ	০১৫৫৩৭১৭৪৩০

প্রশাসন বিভাগের গ্রিভেন্স রিড্রেস সেল-এর সেবা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	যে কোন অভিযোগ "অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল" কর্তৃক বাছাই, শুনানির দিন ধার্য্য, অভিযোগকারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান ও শুনানি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়	মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	বিনামূল্যে	অভিযোগ গ্রহণে ৩০ দিনের মধ্যে	অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল /বিচার সহকারী কক্ষ নং: ২০৩

প্রশাসন বিভাগের ট্রেড লাইসেন্স শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময় সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	ট্রেড লাইসেন্স	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	আবেদন ফি-৫০/- আদর্শ কর তফসিল ২০১৪ এ উল্লেখিত রেট অনুযায়ী সেবার মূল্য	৩ দিন	লাইসেন্স পরিদর্শক কক্ষ নং: ১০৯
২	যানবাহন লাইসেন্স রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী ও নবায়ন (মালিক ও চালক)	ঐ	ঐ	৩ দিন	

প্রশাসন বিভাগের এসেসমেন্ট শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	হোল্ডিং নম্বর প্রদান	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর অবেদন	সরকারি তফসিল অনুযায়ী	১৫ দিনের মধ্যে	কর নির্ধারক কক্ষ নং: ২০৭
২	হোল্ডিং নাম পরিবর্তন	ঐ	ঐ		
৩	হোল্ডিং কর পৃথকীকরণ	ঐ	ঐ		

প্রশাসন বিভাগের পৌর বাজার শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	দোকান বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম	বরাদ্দ কমিটির মতামতের ভিত্তিতে	সেলামী ও মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে	জনস্বার্থে প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত	আদায়কারী বাজার শাখা কক্ষ নং : ১০৮
২	দোকান ভাড়া আদায়	প্রতি মাসে ব্যাংকে জমা	মাসিক ভাড়া	ঐ	
৩	হাট-বাজার ইজারা	দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে	ইজারা মূল্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে	১ বছর	

প্রশাসন বিভাগের শিক্ষা সংস্কৃতি ও পাঠাগার শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	জাতীয় দিবস পালন	বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী	বিনামূল্যে	বছরের নির্ধারিত দিনে	
২	বার্ষিক অনুদান (সিবিও, দরিদ্র ছাত্র, ক্লাব, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	বিনামূল্যে	বছরের নির্ধারিত সময়ে	সচিব খাগড়াছড়ি পৌরসভা কক্ষ নং: ২০১

প্রকৌশল বিভাগ

প্রকৌশল বিভাগের সেবা-পূর্ত শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	ইমারতের নক্সা অনুমোদন	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	পৌর বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে (ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান)	৪৫ দিন	নক্সাকার/সাভেয়ার কক্ষ নং: ১০৪
২	মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী পৌর এলাকার সকল সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজের প্রস্তাবিত নক্সা পরীক্ষা করা এবং যথাসময়ে অনুমোদন	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	আবেদন ফরমের জন্য নির্ধারিত ফি-১০০০/- আয়তনের উপর অনুমোদিত ফি	৪৫ দিন	
৩	ইমারত নির্মান/পুনঃনির্মান সমাপন প্রতিবেদন	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	আবেদন ফরমের জন্য নির্ধারিত ফি- ১০০০/- অনুমোদন ফি, পে-অর্ডার আকারে আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে	৪৫ দিন	
৪	অনাপত্তির সনদ/পরিবেশগত ছাড়পত্র	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	ঐ	৪৫ দিন	
৫	রাস্তা কর্তনের অনুমতি (গ্যাস, পানির লাইন ইত্যাদি)	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	(প্রতি বর্গফুট) কার্পেটিং-১৭০/- এইচ বিবি-৭৫/- ম্যাকাডাম-১০৬/- সলিং-৪৩/- মাটির রাস্তা-২৫/-	১৫ দিন	
৬	ঠিকাদার তালিকাভুক্তি ও নবায়ন	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	বিশেষ শ্রেণী, ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী ৩য় শ্রেণী, সরবরাহকারী পৌরসভার নির্ধারিত মূল্য উল্লেখ করতে হবে।	৫ দিন	
	ভূমির সীমানা নির্ধারণ সনদ	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	৫০০/-	১৫ দিন	

প্রকৌশল বিভাগের সেবা-বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	সড়কবাতি রক্ষণাবেক্ষণ	নাগরিকগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে	বাজেট অনুযায়ী	১৫ দিন	নক্সাকার কক্ষ নং: ১০৪
২	রোড রোলার ভাড়া প্রদান ক) ৮-১০ টনী খ) ৬-৮ টনী	মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	ঐ	১ দিন	
৬	অসুস্থ রোগীদের জন্য পরিবহন/এম্বুলেন্স সরবরাহ	জরুরী ফোন অথবা সংবাদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে	পৌর বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে	সার্বক্ষণিক	

স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ

স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের-স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	জন্ম/মৃত্যু সনদ	নির্ধারিত ফরমে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন	সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক	৩ দিন	স্বাস্থ্য শাখা কক্ষ নং: ১০৭
৩	ইপিআই কার্যক্রমের আওতায় মা ও শিশুদের টীকা দান কার্যক্রম	স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্রসমূহে	বিনামূল্যে	সার্বক্ষনিক শিশুদের ১ বছরের মধ্যে এবং মহিলাদের ১৫-৪৯ বছরের মধ্যে	
৪	কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	মাঠ পর্যায়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষনিক (৬-১২ বছরের শিশু)	
৫	হোটেল/রেস্তোরায় পঁচা/বাসি খাবার পরিবেশন রোধ কার্যক্রম	মাঠ পর্যায়ে পৌর এলাকায়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষনিক	
৬	পরিবেশ প্রত্যয়ন পত্র প্রদান	বিভিন্ন ক্লিনিক/মেডিকেল সেন্টার কল-কারখানা ও খামারসমূহে	বিধিমোতাবেক		

স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের-স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা শাখা

ক্রঃ নং	সেবাসমূহ	সেবা সরবরাহ/সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	সেবার মূল্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	পৌর এলাকার রাস্তা, হাট-বাজার, মাঠসমূহ-ঝাড়ু দেওয়া	পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা দৈনিক কর্মসূচী অনুযায়ী	বিনামূল্যে	ভোর ৬টা-৭টা পর্যন্ত	কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর (ভাঃ) ০১৫৫৬৭৭২৪২২ কঞ্জারভেন্সী সুপারভাইজার ০১৮৩৩৭১১১২২২ কক্ষ নং:
২	নর্দমা পরিস্কার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা দৈনিক কর্মসূচী অনুযায়ী	বিনামূল্যে	ভোর ৬টা-৮টা পর্যন্ত	
৩	কঠিন অবর্জনা অপসারণ	পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা দৈনিক কর্মসূচী অনুযায়ী	বিনামূল্যে	ভোর ৬টা-দুপুর ২টা পর্যন্ত	
৪	বেওয়ারিশ কুকুর নিধন	বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী	বিনামূল্যে	প্রয়োজন অনুসারে	
৫	জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিনেশন প্রদান	সদর হাসপাতাল			
৬	মশক নিধন	বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী	বিনামূল্যে	প্রয়োজন অনুসারে	
৭	পাবলিক টয়লেট	পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা দৈনিক কর্মসূচী অনুযায়ী	পৌরসভার নির্ধারিত মূল্য উল্লেখ করতে হবে	ভোর ৬টা- রাত ৮টা পর্যন্ত	টার্মিনাল, চেঙ্গী স্কোয়ার, পৌরভবন সম্মুখ ব্রীজ, বাজার এলাকা নেঙ্গি বাজার, কোর্ট ভবনের সম্মুখে মিলনপুর, মধুপুর বাজার, শালবন।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও পৌরসভার ওয়েবসাইট

পদবী	টেলিফোন নম্বর
মেয়র	০৩৭১-৬১৬১৭
নির্বাহী প্রকৌশলী	০৩৭১-৬১৮৮৪
সচিব	০৩৭১-৬১৯২৭

Web Site: www.kcmunicipality.com

E-mail ID: khagracharipoura@gmail.com

অভ্যর্থনা ও পরামর্শ কেন্দ্র: পৌর ভবনের সম্মুখ

অভিযোগ বক্স: অভ্যর্থনা ও পরামর্শ কেন্দ্রের সম্মুখ

পৌরসভার সেবা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ নির্ধারিত স্থানে রক্ষিত বক্সে লিখিতভাবে দাখিল করুন

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PMU)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IUGIP)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)
এলজিইডি ভবন, লেভেল-১২, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

টিএলসিসি'র মিটিং
গফরগাঁও পৌরসভা

ওয়ার্ড কমিটির সভা
খাগড়াছড়ি পৌরসভা

পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত টিএলসিসি'র সভা
বেড়া পৌরসভা

নিয়মিত ওয়ার্ড কমিটির সভা
ফরিদপুর পৌরসভা

অধ্যায় ৩

পৌরসভার স্থায়ী কমিটি ও পরিষদ

অধ্যায় ৩

পৌরসভার স্থায়ী কমিটি ও পরিষদ

৩.১ পৌরসভার স্থায়ী কমিটি:

স্থায়ী কমিটিসমূহ পৌরসভার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৌরসভার স্থায়ী কমিটিসমূহের গুরুত্ব হল -

পৌরসভার সকল কর্মকান্ডে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা; পৌরসভার সকল কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; পৌরসভার কর নিরূপণ ও আদায়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; পৌরসভার কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব পৌরসভার প্রতিষ্ঠা করা এবং নারী ও দরিদ্রবান্ধব পৌরসভার প্রতিষ্ঠা করা।

৩.২ পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন

ধারা ৫৫

(১) পৌরসভা গঠিত হইবার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বৎসর মেয়াদ নির্ধারণ করিয়া বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে, যথা:-

(ক) সংস্থাপন ও অর্থ;

(খ) কর নিরূপণ ও আদায়;

(গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;

(ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন; এবং

(ঙ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;

(চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;

(ছ) মহিলা ও শিশু;

(জ) মৎস্য ও পশু সম্পদ;

(ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং

(ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

(২) উপরি-উক্ত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত পতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষ করিয়া বেসরকারি সংস্থার সহিত সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাইতে পারে।

(৩) পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে সর্বাধিক ৫ জন সদস্য থাকিবেন এবং উক্ত কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ পরিষদের সভায় কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়র কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি হইতে পারিবে না;

তবে আরো শর্ত থাকে যে, কোন কাউন্সিলর, পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত একের অধিক কমিটির সভাপতি হইতে পারিবে না।

(৪) যে সকল পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার স্বল্পতাহেতু এই ধারায় প্রণীত সকল বিষয়ে পৃথক পৃথক স্থায়ী কমিটি কার্যকর করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাইবে।

(৫) প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে অন্যূন শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা সদস্য রাখা যাইবে।

(৬) সকল স্থায়ী কমিটিতে মেয়র পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন এবং মেয়র আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকিবেন।

(৭) স্থায়ী কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য লিখিতভাবে কমিটির পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং এই সংক্রান্ত পদত্যাগপত্র মেয়রকে সম্বোধন করিয়া দিতে হইবে এবং এইরূপ পত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতেই পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

(৮) কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্য অনিবার্য কারণবশত দুই মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে পরিষদ উহার সভায় অন্য কোন কাউন্সিলরকে উক্ত স্থায়ী কমিটির সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) স্থায়ী কমিটি ইহার কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত (CO-OPT) করিতে পারিবেন।

(১০) স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য (co-opt member) এর কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী

ধারা -৫৬

(১) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হইলে তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাইতে হইবে।

(৩) স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

সভায় নাগরিকগণের উপস্থিতি

ধারা ৫৭

কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা ইহার স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া যথাযথ হইলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করিতে পারিবে।

পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন

ধারা-৫৯

পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিন্ত করিবার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হইবে, যাহার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩.৩ নির্বাহী ক্ষমতা এবং কার্য পরিচালনা

পরিষদের সভা ও কার্যসম্পাদন

ধারা ৬৩

(১) পরিষদ প্রতি মাসে ন্যুনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং পরিষদের সভায় মেয়র বা ক্ষেত্রমত, প্যানেল মেয়র সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সাধারণতঃ মেয়র পরিষদের সভা আহবান করিবেন এবং মেয়রের অনুপস্থিতে প্যানেল মেয়র সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৩) ন্যুনতম ৫০% কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে; যদি কোন সভায় কোরাম না হয়, তাহা হইলে ঐ সভার সভাপতি এইরূপ সভা মুলতবী করিবেন অথবা যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় কোরাম হইলে সভা পরিচালনা করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর ক্ষেত্রে সভা স্থগিত হইলে পরবর্তী সভায় একই আলোচ্যসূচি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে, ইহার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) সভার আলোচ্যসূচি সম্পর্কে এই আইনে কোন ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং কোন প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা সভাপতি উক্ত সভায় স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন।

(৬) সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগণ হাত তুলিয়া প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা যদি কোন বিষয় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে উহা অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) সভার আলোচ্যসূচিতে কারিগরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হইলে, পরিষদ উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

স্থায়ী কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ত বিবেচনা

ধারা-৬৪

পৌরসভার বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প গ্রহণ, মাস্টার প্লান তৈরী, জনবল নিয়োগ, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হইবে।

পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভায় অংশগ্রহণ

ধারা-৬৬

পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা পৌরসভার অথবা পৌরসভা সংক্রান্ত কমিটির সভায় সহায়ক কর্মকর্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করিবেন।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা

ধারা-৬৭

(১) কোন কাউন্সিলর জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং কি বিষয়ে আলোচনা দরকার হইবে তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) এই ধরনের নোটিশ অন্যূন অন্য দুই জন কাউন্সিলর দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে এবং যে তারিখে বিষয়টি আলোচনা করিবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে তাহার অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে নোটিশটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উহা অবিলম্বে মেয়রের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) মেয়রের নিকট প্রস্তাবিত আলোচনা যথেষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ মনে হইলে, তিনি উহা আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, উপস্থিত অধিকাংশ (৫১%) সদস্য যদি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তাহা হইলে বিষয়টি আলোচিত হইবে।

(৪) দুইটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বেশি একই সভায় আলোচিত হইতে পারিবে না।

কাউন্সিলরগণের তথ্য জানিবার অধিকার

ধারা-৬৮

(১) কোন কাউন্সিলর পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রশাসন সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে তথ্য গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবে নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হইবার অন্যূন ২৪ ঘন্টা পূর্বে এই বিষয়ে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর নোটিশ পাঠাইবেন।

(২) মেয়র এই বিষয়ে একই দিনে তথ্য বিষয়ক প্রাথমিক বক্তব্য প্রদান করিবেন অথবা পরবর্তী কোন তারিখে এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দিবেন।

সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি

ধারা-৬৯

(১) পরিষদের এবং বিভিন্ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীর মধ্যে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং কার্যবিবরণী একটি বাঁধাই করা বহিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রতিটি কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে এবং অনুমোদনের ১৪ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) পরিষদের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী কাউন্সিলরগণের মধ্যে যথাসময়ে বিতরণ করিতে হইবে এবং গোপনীয় না হইলে পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) গোপনীয় ব্যতীত অন্যান্য কার্যাবলীর কপি নির্ধারিত ফিস এর বিনিময়ে যে কোন নাগরিককে প্রদান করা হইবে।

(৪) পরিষদের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী উক্ত উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

উঠান বৈঠক
খাগড়াছড়ি পৌরসভা

উঠান বৈঠক
নবীনগর পৌরসভা

উঠান বৈঠক
জয়পুরহাট পৌরসভা

দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা
ছাতক পৌরসভা

অধ্যায় ৪

পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব

অধ্যায় ৪

পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব

৪.১ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা

টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ।

ধারা-৭৯

(১) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে বা তৎপরবর্তীতে কোন পৌর এলাকার পৌরসভার নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত টেউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল বা ক্লিনিক, প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট চালু করা যাইবে না।

(২) পৌরসভা, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি-বিধান বা আদেশ অনুসরণপূর্বক, উহার পৌর এলাকায় টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি নিবন্ধন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, পৌরসভা প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে উহা নিবন্ধন করিবে এবং মাসিক ফিস নির্ধারিত করিয়া দিবে।

(৪) এই আইন প্রবর্তনের সময় যে সকল টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি থাকিবে, সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর অধীন নিবন্ধিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফিস প্রদানপূর্বক নবায়ন করিতে হইবে।

নিবন্ধিকরণে ব্যর্থতার দন্ড

ধারা-৮০

কোন ব্যক্তি পৌরসভার নিবন্ধন ব্যতীত কোন টেউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল বা প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা উক্তরুপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল বা ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার পরও তাহা পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে পঁচিশ হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে এবং উক্ত জরিমানা দন্ড আরোপের তারিখের পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল পরিচালনা বন্ধ না করিলে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং প্রতিদিনের জন্য এক হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হইবে।

পৌরসভা কর্তৃক ফিস আদায়

ধারা-৮১

সরকার ইহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিবন্ধিত ও পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদির নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ফিস আদায় করিতে পারিবে।

পুনঃনিবন্ধিকরণ

ধারা-৮২

(১) কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নিবন্ধন ধারা ৭৯ (৪) এর শর্তাংশে বর্ণিত অনিয়ম ব্যতীত, নিজস্ব ব্যত্যয়ের কারণে বাতিল হইয়া ধারা ৮০ অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে জরিমানা প্রদানের ছয়মাসের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানাসহ পুনঃনিবন্ধিকরণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন তদন্তপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে পুনঃনিবন্ধনের সুযোগ একবারের বেশি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৪.২ নথিপত্র তলব, পরিদর্শন ইত্যাদি

সরকার কর্তৃক পৌরসভাকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা

ধারা-৮৫

(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার যে কোন পৌরসভা অথবা পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) সরকার উপযুক্ত তদন্তের পর যদি মনে করেন যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালনে কোন পৌরসভা বা ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে, অনুরূপ নির্দেশ কার্যকর করিবার জন্য, নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য পৌরসভাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) এইরূপ ব্যয়ের খরচাদি পরিশোধ করা না হইলে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশ দ্বারা পৌরসভা তহবিলে জমা অর্থ হেফাজতকারীকে উক্ত ব্যয় পরিশোধ করিবার অথবা তাহা হইতে সম্ভাব্য পরিমাণ কিস্তিতে পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও হিসাব

তহবিলের উৎস

ধারা-৮৯

(১) প্রত্যেক পৌরসভার 'পৌরসভা তহবিল' নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে গঠিত পৌরসভা তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা করিতে হইবে-

(ক) এই আইন কার্যকর হইবার কালে পৌরসভার সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল;

(খ) এই আইনের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পৌরসভার উপর ন্যস্ত অথবা তদকর্তৃক ব্যবস্থিত সম্পত্তি হইতে সকল খাজনা এবং আয়, যাহা পৌরসভার নিকট পরিশোধ অথবা জমাযোগ্য;

(ঘ) এই আইনের অধীনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীনে পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;

(ঙ) কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দানের সমুদয় অর্থ;

(চ) পৌরসভার অধীনে পরিচালিত ট্রাস্ট হইতে (যদি থাকে) জমাকৃত সমুদয় আয়;

(ছ) সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল অনুদান;

(জ) বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশ; এবং

(ঝ) সরকারের নির্দেশে পৌরসভার সম্পূর্ণ অধিকারে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।

আরোপিত ব্যয়

ধারা ৯০

(১) পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) পৌরসভার কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মচারী অথবা স্থানীয় পরিষদ সার্ভিসের যে কোন সদস্যকে অথবা তাহার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনায় অবদান, পৌরসভার সার্ভিসসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পৌরসভার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি অথবা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ আরোপযোগ্য যে কোন ব্যয়।

(২) পৌরসভার উপর আরোপিত কোন ব্যয় যদি পরিশোধ না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৌরসভার তহবিল হেফাজতকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা, পৌরসভার উদ্ধৃত্ত তহবিল হইতে ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

সংরক্ষণ, বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠন

ধারা-৯১

(১) পৌরসভা তহবিলের জমাকৃত টাকা সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পদ্ধতিতে জমা রাখিতে হইবে।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা উহার তহবিলের যে কোন অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠন এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে, যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৪) পৌরসভার তহবিলে সময়ে সময়ে জমাকৃত অর্থ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োগ করিতে হইবে;

(ক) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(খ) এই আইনের অধীন পৌরসভার তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় মিটানো;

(গ) পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত যথোপযুক্ত ব্যয় মিটানো; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় মিটানো।

বাজেট

ধারা ৯২

(১) প্রতি অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে, পৌরসভা উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর প্রাক্কলিত বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি করিয়া অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাক্কলিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসর শুরু হইবার ত্রিশ দিন পূর্বে বাজেট অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, পৌরসভা ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পৌরসভার অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার, আদেশ দ্বারা, বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পৌরসভার অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন অর্থবৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্বে, সেই অর্থবৎসরের যে কোন সময়, পৌরসভা সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

হিসাব

ধারা ৯৩

(১) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে রক্ষিত হইবে:

(২) প্রতি অর্থবৎসরের শেষে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে:

(৩) বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি জনসাধারণের দর্শনের জন্য উহার কার্যালয়ের প্রকাশ্য কোন স্থানে প্রদর্শন করিবে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে হিসাব সংক্রান্ত সকল আপত্তি অথবা পরামর্শ পৌরসভা কর্তৃক বিবেচিত হইবে।

নিরীক্ষা

ধারা ৯৪

(১) পৌরসভার হিসাব উপযুক্ত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেল হইতে নিয়োজিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক পৌরসভার হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার হিসাব সংক্রান্ত সকল বহি এবং অন্যান্য দলিলাদি দেখিতে পারিবে এবং পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অথবা কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৪) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সমাপনান্তে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত উল্লেখ থাকিবে-

(ক) তহবিল তছরুপের ঘটনা;

(খ) পৌরসভা তহবিলের ক্ষতি, অপচয়, অথবা অপপ্রয়োগের ঘটনা;

(গ) হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মতে যে সকল ব্যক্তি উপ-ধারায় (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত অনিয়মের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাহাদের নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকিতে ইহবে।

(৫) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি পৌরসভাকে প্রদান করিয়া, তাহার অনুলিপি সরকার এবং কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত অনিয়ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে, পৌরসভা দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকে অবহিত করিবে।

(৭) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব ইহার নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বৎসরে একবার নিরীক্ষা করিবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ইহার সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবে।

৪.৪ অবকাঠামোগত সেবা

অবকাঠামোগত সেবামূলক প্রকল্প

ধারা-৯৫

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, এবং সার্বিকভাবে এই আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালনকল্পে পৌরসভা কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে, কোন প্রকল্পের অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন বিষয়ে সেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে।

বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত চুক্তির ধরণ বা প্রকার

ধারা-৯৬

(১) পৌর অবকাঠামোগত সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পৌরসভা বেসরকারি খাতের সহিত চুক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা ইতিপূর্বে বর্ণিত ধারার উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রাখিয়া, নিম্নবর্ণিত ধরণের চুক্তি করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) নির্মাণ, স্বত্বাধিকারী ও হস্তান্তর;

(খ) নির্মাণ, স্বত্বাধিকার, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) নির্মাণ ও হস্তান্তর;

(ঘ) নির্মাণ, ইজারা ও হস্তান্তর;

(ঙ) নির্মাণ, হস্তান্তর ও পরিচালনা;

(চ) ইজারা ও ব্যবস্থাপনা;

(ছ) ব্যবস্থাপনা;

(জ) পুনর্বাসন, পরিচালনা ও হস্তান্তর;

(ঝ) পুনর্বাসন, স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা;

(ঞ) সেবা প্রদান চুক্তি;

(ট) সরবরাহ, পরিচালনা ও হস্তান্তর।

পৌরসভা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

ধারা ৯৭

পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট এবং বাণিজ্যিক অবকাঠামো সংক্রান্ত যে সকল কার্য পৌর পরিবেশ অবকাঠামোর সহিত সম্পৃক্ত পৌরসভা সেই সকল প্রকল্প পৌর নাগরিকগণের স্বার্থে বাস্তবায়ন করিতে নিম্নবর্ণিত দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ক) পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে, অথবা

(খ) সরকারি অথবা বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক চুক্তির মাধ্যমে।

কর আদায়ের লক্ষ্যে আয়োজিত পৌরকর মেলা
কুষ্টিয়া পৌরসভা

জনসাধারন কর প্রদানের জন্য ব্যাংকে লাইন
ছাতক পৌরসভা

কর আদায়ের চিত্র
লাকসাম পৌরসভা

মোবাইল কর আদায়ের টিম
ঈশ্বরদী পৌরসভা

অধ্যায় ৫

পৌরসভার কর ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ

অধ্যায় ৫

পৌরসভার কর ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ

৫.১ পৌর কর আরোপণ

ধারা-৯৮

পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, নূতন কোন করারোপের ক্ষেত্রে পৌরসভা সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিবে।

৫.২ প্রজ্ঞাপন ও কর প্রবর্তন

ধারা-৯৯

সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থকিলে, পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল এবং ফিস ইত্যাদি প্রাক-প্রকাশনা সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং যেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে পৌরসভা তাহা উল্লেখ করিবে।

৫.৩ আদর্শ কর তফসিল

ধারা-১০০

সরকার আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এই আদর্শ কর তফসিলে উল্লিখিত করের পরিমাণ সকল পৌরসভার জন্য নমুনা হিসাবে গণ্য হইবে।

উল্লেখ্য, প্রতিটি পৌরসভাকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পুনঃকর (Re-assessment) নির্ধারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। এছাড়া একটি কর নির্ধারণ মধ্যবর্তী সময়ে সারা বছর ধরে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ (Interim assessment) কার্যক্রম চালু রাখতে হবে- যার আওতায় ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর, সড়ক বাতি রেইট, ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট এবং পানির স্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট ধার্য অব্যাহত রাখতে হবে। পৌরসভায় অবস্থিত ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর এ সকল কর ও রেইটকে সম্মিলিতভাবে পৌরকর নামে অভিহিত করা হয় এবং তা একটি অভিন্ন বিলে অন্তর্ভুক্ত করে এককালীন অথবা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হয়।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৯৮ থেকে ১০৫ নং ধারায় পৌরকর আরোপের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। উক্ত আইনের ১০০ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, "সরকার আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এই আদর্শ কর তফসিলে উল্লিখিত করের পরিমাণ সকল পৌরসভার জন্য নমুনা হিসাবে গণ্য হইবে"। পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ অনুসরণে সকল প্রকার কর নিরূপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কর তফসিল অনুযায়ী পৌরকরের আওতাভুক্ত কর ও রেইট এর সর্বোচ্চ হার নিম্নরূপ:

কর ও রেইট এর উৎস	শতকরা হার (%)	আদর্শ কর তফসিল-২০১৪ এর (বিধি)
ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর	৭%	৩
সড়ক বাতির সেবা গ্রহণকারীর ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নের উপর বাতির রেইট	সর্বোচ্চ ৩%	২১
ময়লা আবর্জনা অপসারণ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারীর ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট	সর্বোচ্চ ৭%	২২
পানির স্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর পানি রেইট	সর্বোচ্চ ১০%	২৪
মোট	**সর্বোচ্চ ২৭%**	
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পয়ঃনিষ্কাশন রেইট; পৌরসভা কর্তৃক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা হইলে, সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর	সর্বোচ্চ ১২%	২৩
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিশেষ উন্নয়ন বা সেবামূলক কাজের জন্য কর; পৌরসভা কর্তৃক ইহার অধিবাসীগণের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য কোন বিশেষ উন্নয়ন বা সেবামূলক কাজের জন্য, উহার বিপরীতে, ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর	সর্বোচ্চ ২%	২৫

পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা ২০১৩, তৃতীয় অধ্যায় এর বিধি-৩০, ৩১ ও ৩২ এ কিছু, নিষেধাজ্ঞা, সীমাবদ্ধতা:

কতিপয় ইমারতের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা (বিধি -৩০)

১. ধর্মীয় উপাসনালয়, শবাগার, রেজিস্ট্রিকৃত জনসাধারণের দাফন অথবা দাহের স্থানের উপর ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইটসহ কোন কর আরোপ করা যাইবে না;

২. যে সকল ইমারত শুধুমাত্র জনহিতকর কার্যে ব্যবহৃত হয় পৌরসভা সেই সকল ইমারতকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কর হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

পানি ও বাতি রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা (বিধি-৩১)

১. যে এলাকায়, পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন অথবা আলোকিত করিবার জন্য তার, ক্যাবল, ল্যাম্প-পোস্ট স্থাপন করা হইয়াছে অথবা অনুরূপ যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য কোন প্রকল্প অনুমোদিত হইয়াছে শুধুমাত্র সেই এলাকার ইমারতের উপর রেইট আরোপ করা যাইবে;

২. কোন এলাকার ইমারতের উপর আরোপিত রেইট আদায় করা যাইবে না , যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয় বা বাতি জ্বালানো হয়; এবং

৩. রাস্তার বাতির পয়েন্ট হইতে ৩ (তিন) শত ফুটের বাহিরে অবস্থিত কোন ইমারতের উপর বাতি রেইট আরোপ করা যাইবে না।

ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা (বিধি-৩২)

কোন এলাকায় পৌরসভা কর্তৃক শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, মলকুণ্ড, বর্জ্য, আবর্জনা এবং জনপথ পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত এলাকায় ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট আরোপ করা যাইবে না।

৫.৪ পৌরকর পুনঃনির্ধারণ

পৌরসভা নির্ধারিত বিধিবিধান ও পদ্ধতি অনুসরণে প্রতি ৫ বছর অন্তর ১ বার সকল ইমারত ও ভূমির (হোল্ডিং) বার্ষিক মূল্যায়ন তালিকা প্রণয়ন করবে যার ভিত্তিতে ৫ বছরে একবার উক্ত হোল্ডিং এর ইমারত ও ভূমির কর, সড়ক বাতি, ময়লা আবর্জনা অপসারণ ও পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের রেইট সমন্বিত করে বার্ষিক পৌরকর পুনঃনির্ধারিত (Re-Assessment) হয়ে থাকে এবং তা পরবর্তী ৫ বছর কার্যকর থাকবে। সরকার অন্য কোনো নির্দেশনা না দিলে পৌরসভার এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পৌরকর পুনঃনির্ধারণ জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

বার্ষিক মূল্যায়ন ও পৌরকর ধার্যকরণ

পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা ২০১৩, তৃতীয় অধ্যায় এর বিধি ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ অনুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইবে।

৫.৫ পৌরকর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌরসভার করণীয়

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কমিটি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান	নির্দেশনা/করণীয় বিষয়াদি
সরকারি নির্দেশনা	পৌরকর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯, ৩য় ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ধারা ৪৯ এর (ঘ)-তে বলা হয়েছে যে, "যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বৎসরে ধার্যকৃত মোট কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদির কমপক্ষে ৭৫% আদায় করতে ব্যর্থ হইলে - সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন মাধ্যমে কোন পরিষদ বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবে।"
কর আদায় শাখা	অর্থ বছরের শুরুতে সকল হোল্ডিং এ কম্পিউটারাইজড পৌরকরের বিল জারী নিশ্চিত করা।
কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	কর আদায়ে কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে গতিশীল এবং এর কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় রাখা।
গণযোগাযোগ সেল (MCC)	হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রচার সামগ্রী যথা: মাইকিং করা, পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার ইত্যাদি তৈরী করে জনসচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠানসহ গণপ্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করার উদ্যোগ নেয়া।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কমিটি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান	নির্দেশনা/করণীয় বিষয়াদি
ওয়ার্ড কমিটি (WC)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সকল হোল্ডিং এর পৌরকর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিটিতে আলোচনা করা এবং গণসংযোগ, সচেতনা বৃদ্ধি বা র‍্যালি চলমান রাখা।
টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (TLCC)	পৌরকর আদায়ের বাস্তব অবস্থা TLCC'র সভায় আলোচনাকালে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে সমাধানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
জেন্ডার কমিটি (GC)	নারী কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে উঠান বৈঠক করে মহিলাদের কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা।
পৌরসভা	প্রতিটি ওয়ার্ডে ও জনবহুল স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা এবং সিটিজেন চার্টারে নিয়মিত ট্যাক্স প্রদানের কথা উল্লেখ রাখা।
পৌর এলাকায় অবস্থিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ	পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত পৌরকর সম্পূর্ণ পরিশোধের জন্য যথাক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং স্ব স্ব আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরে প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদাপত্র প্রেরণসহ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে পরিশোধের ব্যাবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া। স্ব স্ব বাজেট প্রনয়নকালে নির্দিষ্ট খাত উল্লেখ করা।
সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	সকল পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সরকারি অফিস/ভবনের পৌরকর পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত চাহিদাপত্র অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রেখে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা। স্ব স্ব বাজেট প্রনয়নকালে নির্দিষ্ট খাত উল্লেখ করা।
আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত স্ব স্ব বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের সকল অফিস/ভবনের পৌরকর পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত চাহিদাপত্র অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রেখে যথাসময়ে অর্থ মঞ্জুরী প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া।
স্থানীয় প্রশাসন	পৌরসভার চাহিদা মোতাবেক পৌরকর আদায়ের কার্যক্রমে প্রয়োজন হলে পৌরসভার সাহায্যার্থে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা এবং জেলা তথ্য অফিসের সহায়তায় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করা।
প্রেস ক্লাব, সিভিল সোসাইটি, ব্যবসায়ী সংগঠন	প্রেস কনফারেন্স, পত্রিকায় প্রচারণা, সংশ্লিষ্ট সোসাইটি/সংগঠনের সদস্যদের সহযোগিতা, পৌরকর পরিশোধে সংশ্লিষ্টদের অঙ্গীকারবদ্ধতা এবং গৃহীত বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণে তাদের সম্পৃক্ত করা।
ইলেকট্রনিক মিডিয়া	সরকারি ও বেসরকারি রেডিও ও টেলিভিশন এবং স্থানীয় কেবল অপারেটরদের সহায়তায় পৌরকর পরিশোধে গণসচেতনতামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান (আলোচনা, বিজ্ঞাপন প্রচার, নাটিকা, লোকসঙ্গীত, কার্টুন, পৌরবাসীর উদ্দেশ্যে মেয়রের ভাষণ, পৌরকর মেলা ইত্যাদি) প্রচারের ব্যবস্থা করা।

কর আরোপের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী

ধারা-১০১

সরকার যে কোন পৌরসভাকে–

(ক) ধারা ৯৮ এর অধীনে কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; অথবা

(খ) এইরূপ কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; অথবা

(গ) এইরূপ কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ হইতে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে অথবা কোন সম্পত্তি অথবা শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তিতে অব্যাহতি দেওয়ার অথবা এইরূপ কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ স্থগিত অথবা বিলোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

কর সংক্রান্ত দায়

ধারা-১০২

(১) ব্যক্তি, পণ্য অথবা জীবজন্তুর কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস, ইত্যাদির দায় অথবা তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পৌরসভা যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবার, রেকর্ড অথবা হিসাব উপস্থাপন করিবার অথবা কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস, ইত্যাদি আরোপযোগ্য পণ্য অথবা জীবজন্তু হাজির করিবার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর, ইমারত অথবা ঘর-বাড়ির কর, দায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এইরূপ যে কোন ইমারত অথবা ঘরবাড়িতে প্রবেশ করিতে পারিবে অথবা সেইখানে অবস্থিত করারোপযোগ্য যে কোন পণ্য অথবা জীবজন্তু পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৩) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন পণ্যের উপর প্রাপ্য নগর-শুল্ক, সীমা-কর অথবা টোল অনাদায়ে, তাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আটক এবং হস্তান্তর করিতে পারিবে।

কর সংগ্রহ ও আদায়

ধারা-১০৩

(১) এই আইনের অধীনে আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস, ইত্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক দাবিযোগ্য সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল এবং ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, এই আইনের অধীনে সরকার যে কোন পৌরসভা কর্তৃক দাবিযোগ্য কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা তাহার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিবার জন্য পৌরসভাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

মূল্যায়ন, কর নির্ধারণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে দরখাস্ত

ধারা-১০৪

(১) কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত কোন মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির উপর অনুরূপভাবে আরোপিত করের দায় সম্পর্কে যে কোন আপত্তি মেয়র বরাবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপত্তি পাইবার পর মেয়র উহা এতদসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং স্থায়ী কমিটি প্রয়োজনীয় শুনানি গ্রহণ করিয়া দ্রুত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিবেন এবং এই বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫.৬ অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অপরাধ ও শাস্তি

পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ

ধারা-১০৭

যদি দুই বা ততোধিক পৌরসভা অথবা কোন পৌরসভা এবং কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য-

(ক) যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ একই বিভাগীয় হয় তবে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং

(গ) যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হয় অথবা একটি পক্ষ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হয়, তাহা হইলে সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং ক্ষেত্রমত বিভাগীয় কমিশনারের অথবা সরকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হইবে।

৫.৭ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

ধারা-১১২

(১) প্রচলিত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পৌরসভা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থে এবং স্থানীয় প্রশাসনিক নিরাপত্তার স্বার্থে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন রেকর্ড বা নথিপত্র নোটিফাইড রেকর্ড হিসাবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) উক্তরুপ বিশেষ শ্রেণিভূক্ত রেকর্ড ও নথিপত্রের তথ্যাদি জারিবার আবেদন অগ্রাহ্য করা যাইবে।

(৪) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এলাকার জনসাধারণের নিকট সরবরাহযোগ্য তথ্যাদির একটি তালিকা প্রকাশের জন্য পৌরসভাকে আদেশ দিতে পারিবে।

৫.৮ বিবিধ

পৌর এলাকার জনগনের সহিত মতবিনিময়

ধারা-১১৫

(১) প্রতি পৌরসভায় নির্বাচিত পৌরসভা সেবামূলক ও অন্যান্য কার্য্যে জনগনের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করিবে যাহার সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ (৫০) হইতে পারিবে।

* ইহাকে স্থানীয় সরকার বিভাগ ০৯ মার্চ ২০১১ খ্রিঃ শহর সমন্বয় কমিটি টিএলসিসি নামে অবহিত করে গঠন প্রণালী ও কার্যপরিধি সহ অফিস অদেশ জারি করে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির সভায় কর ধার্যকরণ ও আদায়সহ বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে সদস্যদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ থাকিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

ধারা-১২০

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে -

(ক) সরকার দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(খ) নির্বাচন কমিশন মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরের নির্বাচন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আচরণ, নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ, উক্তরুপ অপরাধের দন্ড, প্রয়োগ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের যে কোন বিষয়ে বা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক হয় সেই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

ধারা-১২১

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, এইরুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরুপ প্রবিধানে সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত সকল বা যে কোন বিষয় থাকিবে।

উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

ধারা-১২২

(১) পৌরসভা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সপ্তম তফসিলে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এইরুপ উপ-আইন সপ্তম তফসিলে বর্ণিত যে কোন অথবা সকল বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৬

পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী: দ্বিতীয় তফসিল

অধ্যায় ৬

পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী ঃ দ্বিতীয় তফসিল

৬.১ শহর পরিকল্পনা

মহাপরিকল্পনা

ধারা-৩২

পৌরসভা ইহা গঠনের অথবা এই আইন বলবৎ হইবার অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পৌর এলাকার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং প্রচলিত বিধি বিধানের সহিত প্রণীতব্য মহাপরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ হইতে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকিবে-

(ক) পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরিপ;

(খ) পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, উন্নতিসাধন; এবং

(গ) পৌর এলাকার মধ্যে কোন এলাকায় জমির উন্নতি উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

জমির উন্নয়ন প্রকল্প

ধারা-৩৩

(১) ক্রমিক ৩২ এর অধীন প্রণীত কোন মহাপরিকল্পনা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধনীসহ, যদি থাকে, অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় কোন জমির মালিক, উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত অসামঞ্জস্য হইলে এইরূপ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোন জমির উন্নয়ন সাধন বা ইহাতে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না।

(২) কোন জমির উন্নয় পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা-

(ক) কোন এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;

(খ) রাস্তা, নর্দমা, ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং পৌরসভার হস্তান্তরিত হইবে এইরূপ জমি;

(ঘ) কোন জমি পৌরসভা অধিগ্রহণ করিবে;

(ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;

(চ) কোন স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদিতব্য কর্য; এবং

(ছ) এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা

ধারা-৩৪

(১) জমি উন্নয়ন প্রকল্প পৌরসভার পরিদর্শনাধীন নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়িত হইবে, এবং তাহা বাস্তবায়নের বিষয়ে পৌরসভা প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের লংঘন করিয়া কোন এলাকা, কোন জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তন পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন সাধন করা না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঐরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না এবং পৌরসভা কর্তৃক ভাঙ্গিয়া ফেলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে আদায় করা হইবে।

(৩) যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন জমির, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়ন সাধন করা না হয় এবং পৌরসভা তজ্জন্য সময় বর্ধিত না করে অথবা জমিটির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা পবিধান অনুসারে জমিটির উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সমাধান করিতে পারিবে, এবং পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ জমির মালিকের নিকট হইতে তাহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৬.২ ইমারত নিয়ন্ত্রণ

ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ

ধারা-৩৫

(১) পৌরসভা কর্তৃক ইমারতের জায়গা (সাইট) এবং ইমারতের নক্শা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত, কোন ব্যক্তি ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ করিবেন না অথবা ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ শুরু করিতে পারিবেন না।

(২) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তি অনুমোদনের জন্য প্রবিধানে উল্লিখিত পদ্ধতিতে আবেদন করিবেন এবং পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ পূর্বানুমোদিত ফিস প্রদান করিবেন।

(৩) এই ক্রমিকের অধীন উপস্থাপিত সকল ইমারত নির্মাণের আবেদন প্রবিধানে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত করিতে হইবে, এবং নিবন্ধিকরণের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে এতদ্সম্পর্কিত আবেদন করিতে হইবে। কোন আবেদন নিবন্ধিকরণের ষাট দিনের মধ্যে দাখিল করা হইলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা না হইলে, উহা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তাহা প্রচলিত বিধি-বিধান অথবা মহাপরিকল্পনা অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের (যদি থাকে) শর্তাবলীকে লঙ্ঘন না করে।

(৪) পৌরসভা লিখিতভাবে কোন কারণবশতঃ কোন সাইট নক্শা অথবা ইমারত নক্শা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; তবে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদেশ প্রত্যাখাত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, এবং আপিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

(৫) সংশোধন সাপেক্ষে অথবা অনুমোদন আদেশে নির্দেশিত শর্তে, পৌরসভা সাইট নক্শা অথবা ইমারত নক্শা অনুমোদন করিতে পারিবে।

(৬) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা কোন কাজ সংযোজন অথবা পরিবর্তন অথবা অব্যাহতি ঘোষণা করিলে এই ক্রমিকের অধীন কোন কিছুই তাহাতে প্রযোজ্য হইবে না।

ইমারত সমাপন, ইমারত পরিবর্তন, ইত্যাদি

ধারা-৩৬

(১) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ইমারত নির্মাণ সমাপনের ত্রিশ দিনের মধ্যে এইরূপ সমাপনের প্রতিবেদন পৌরসভার নিকট দাখিল করিবেন।

(২) পৌরসভা সমাপনকৃত প্রত্যেকটি ইমারত পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং এই অধ্যাদেশে অথবা বিধির অথবা প্রবিধি অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের মহাপরিকল্পনার, যদি থাকে, কোন শর্তের অতিক্রমন অথবা লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন ইমারত নির্মাণ করা হইয়া থাকে তবে শর্তের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইবার জন্য পৌরসভা ইমারতটি পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে সেইক্ষেত্রে পৌরসভা ইমারতটি অথবা এইরূপ ইমারতের মালিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধের আপোষ মীমাংসা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিকল্পনা অথবা অনুমোদিত ভূমি উন্নয়ন স্কীমের শর্তের অতিক্রমন অথবা লঙ্ঘনজনিত কোন অপরাধ এইরূপে আপোষ মীমাংসা করা যাইবে না।

(৩) দফা (২) এর শর্তের অধীনে যদি কোন ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় এবং এইরূপ প্রয়োজন যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পালিত না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নিজস্ব অনুসংগঠনের (এজেন্সী) মাধ্যমে ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এই আইনের অধীনে ইমারত মালিক অথবা দখলকারের উপর আরোপিত কর হিসেবে গণ্য হইবে।

ইমারত নিয়ন্ত্রণ

ধারা-৩৭

(১) যদি পৌরসভার নিকট কোন ইমারত অথবা তাহাতে স্থাপিত কোন কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় আছে, অথবা ধ্বসিয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অথবা কোন প্রকারে এইরূপ ইমারতের কোন বাসিন্দার অথবা পার্শ্ববর্তী কোন ইমারত অথবা তাহার কোন দখলকারের অথবা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে পৌরসভা এইরূপ ইমারতের মালিক অথবা দখলকারের নোটিশের মাধ্যমে, নোটিশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইমারত সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি ইহার কোন ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নিজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এই আইনের অধীনে ইমারতের মালিক অথবা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, অথবা কোনভাবে তাহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়, তাহা হইলে পৌরসভার সন্তুষ্টি অনুসারে তাহা যথোপযুক্তভাবে মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ ইমারতের বসবাস পৌরসভা নিষিদ্ধ করিতে পরিবে।

৬.৩ সড়ক

সাধারণের সড়ক

ধারা-৩৮

(১) পৌরসভা পৌর এলাকার অধিবাসী এবং তথায় আগত ব্যক্তিদের আরাম ও সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সড়ক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও কার্যকর করিবে এবং ইহা বাবদ যাবতীয় ব্যয় বাজেটে যথাযথ সংস্থান সাপেক্ষে, নির্বাহ করা যাইবে; তবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে উক্ত কর্মসূচী পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

সড়ক

ধারা-৩৯

(১) পৌরসভার পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, উক্ত অনুমোদনের শর্তাধীন ব্যতীত, কোন নূতন সড়ক নির্মাণ করা যাইবে না।

(২) পৌরসভা নোটিশ দ্বারা, নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন রাস্তা পাকা করা বা ইহার পানি নিষ্কাশন বা ইহাতে আলোর ব্যবস্থা করা বা অন্য কোন প্রকারে ইহাকে উন্নত করার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি উক্ত নির্দেশ অমান্য করা হয়, তাহা হইলে পৌরসভা স্বীয় এজেন্ট দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে এবং তাহা বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাঁহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী

ধারা-৪০

বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা রাস্তাঘাটের নাম ও নম্বর, বাড়ির নম্বর এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্তভুর্ক্ত থাকিবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সহিত পরামর্শ;

(খ) সড়ক নম্বর অথবা নামকরণ;

(গ) যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সড়কের বিদ্যমান নম্বর এবং নাম পরিবর্তন;

(ঘ) কোন ব্যক্তি কোন সড়ক বা ইহার নাম বা নামফলক ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না বা পৌরসভার পূর্বানুমতি ব্যতীত সড়কের নামফলক অপসারণ করিবে না।

সড়ক বাতির ব্যবস্থা

ধারা-৪১

(১) পৌরসভা ইহার সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধারণের সড়ক বা ইহার উপর ন্যস্ত সর্বসাধারণের স্থান যথাযথভাবে আলোকিত করিবার জন্য তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ অথবা অন্য কোন আলোক বিচ্ছুরণ বস্তুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সড়কে আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা

ধারা-৪২

পৌরসভা জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য সাধারণ সড়ক পানি দ্বারা ধৌত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন, কর্মীগণ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

ধারা-৪৩

পথচারীগণ যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদে ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারেন তাহার জন্য পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

সাধারণ যানবাহন

ধারা-৪৪

(১) কোন ব্যক্তি, পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত, পৌর এলাকায় মোটরগাড়ী ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি, পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে, এবং ইহার শর্ত ব্যতীত, পৌর এলাকায় কোন জনসাধারণ যানবাহন টানিবার জন্য ঘোড়া বা অন্য পশু ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৩) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া দাবি করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা। –এ ধারায় 'সাধারণ যানবাহন' বলিতে সাধারণতঃ ভাড়ায় চলাচলকারী যানবাহনকে বুঝাইবে।

৬.৪ জননিরাপত্তা

গোরস্থান ও শ্মশান

ধারা-৪৯

(১) পৌরসভা মৃত ব্যক্তির দাফন বা দাহের জন্য গোরস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন গোরস্থান বা শ্মশানকে পৌরসভার উপর ন্যস্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ঘোষণার পর উহা পৌরসভার উপর ন্যস্ত হইবে এবং পৌরসভা উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) যেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না, সেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান পৌরসভার নিকট হইতে রেজিস্ট্রিভুক্ত করাইতে হইবে এবং উহা প্রবিধান অনুযায়ী পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

(৪) পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন নূতন গোরস্থান বা শ্মশান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

৬.৫ বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন

বৃক্ষ রোপন

ধারা-৫০

(১) পৌরসভা পৌর এলাকার সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পৌরসভা কমিউনিটির জনসাধারণের সহিত পরামর্শক্রমে বৃক্ষ রোপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

উদ্যান

ধারা-৫১

(১) পৌরসভা পৌর এলাকার মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধা ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ উদ্যান নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত উদ্যান পরিচালিত হইবে।

(২) প্রত্যেক সাধারণ উদ্যানের উন্নয়নের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

খোলা জায়গা

ধারা-৫২

(১) পৌরসভা পৌর এলাকার মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে খোলা জায়গার ব্যবস্থা করিবে এবং উহাকে তৃণাচ্ছিত করা, ঘেরা দেওয়া এবং উন্নয়নের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কোন খোলা জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত জমি ব্যবহার করা যাইবে না।

বনরাজী

ধারা-৫৩

পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বন এবং উদ্ভিদের উন্নয়ন সাধন এবং তাহা কাজে লাগানোর জন্য বন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে এবং উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৬.৬ শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

শিক্ষা

ধারা-৫৬

(১) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে পৌর এলাকায় শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক ইতিপূর্বে স্থাপিত বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবে।

(৩) পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোন জায়গায় নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব হইলে, পৌরসভা সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করিবে।

(৪) পৌরসভা পৌর এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে, অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

ধারা-৫৭

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, পৌর এলাকাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং পৌর এলাকার স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল ছেলেমেয়ে যাহাতে স্কুলে লেখাপড়া করে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী

ধারা-৫৮

পৌরসভা–

(ক) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(গ) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) বিদ্যালয়ের পুস্তকাদি ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে;

(ঙ) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের জন্য সহায়তাদান করিতে পারিবে;

(চ) শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

সংস্কৃতি

ধারা-৫৯

পৌরসভা–

(ক) পৌর এলাকায় শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ে প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহাতে রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) সকল ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলি উদ্‌যাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) পৌর এলাকায় আগমনকারী বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(চ) জনসাধারণের মধ্যে শরীরচর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার উৎসাহ দান এবং র‍্যালী ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ছ) নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(জ) পৌর এলাকার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঝ) সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উনড়বতি বিধান করিতে পারিবে;

(ঞ) দেশীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের সহায়ক সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

পাঠাগারসমূহ

ধারা-৬০

পৌরসভা বাজেটে সংকুলান সাপেক্ষে, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমান পাঠাগার এর ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৬.৭ সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণ

ধারা-৬১

পৌরসভা–

(ক) দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) পৌরসভা নিজ খরচে পৌর এলাকায় মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন বা দাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন করিতে পারিবে;

(ঙ) নারী, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর কল্যাণসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬.৮ উন্নয়ন

উন্নয়ন পরিকল্পনা

ধারা-৬২

(১) পৌরসভা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করিতে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা:-

(ক) পরিবেশ দূষণ রোধ;

(খ) পৌরসভার কোন বিশেষ কার্যাবলীর উন্নয়ন;

(গ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(ঘ) কোন এজেন্সী কর্তৃক পরিকল্পনা সম্পাদিত ও বাস্তবায়িত হইবে উহা নির্ধারণ;

(ঙ) এইরূপ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াবলী;

(চ) সরকার পৌরসভা বা ইহার কোন খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

ধারা-৬৩

পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

বাণিজ্যিক প্রকল্প

ধারা-৬৪

পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বাণিজ্য বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৬.৯ অপরাধসমূহ

প্রথম তফসিলের, ধারা ১০৮ এর অধীনে বর্ণিত যেসকল কার্যসমূহ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে –

১. পৌরসভা কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর বা অন্য কোন আরোপিত কর প্রদান এড়াইবার জন্য ওজর।

২. এই আইনের বিধান অথবা ইহার অধীন প্রণীত বিধি অথবা উপ-আইনের ক্ষমতাবলে পৌরসভা যে সকল বিষয়ে তথ্য চাইতে পারে তাহা পৌরসভার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হওয়া অথবা ভুল তথ্য প্রদান করা।

৩. এই আইনের বিধান অথবা ইহার অধীন প্রণীত বিধি অথবা উপ-আইন অনুসারে যে কাজের জন্য লাইসেন্স অথবা অনুমতি প্রয়োজন সেই কাজ বিনা অনুমতিতে সম্পাদন করা।

৪. এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতীত, ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মান।

৫. এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতীত, কোন ভুমি অথবা স্থানের উন্নয়ন।

৬. পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত, লে-আউট দেয়া, লে-আউট প্রস্তুত অথবা শুরু করা অথবা সড়ক তৈরি করা।

৭. পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত, জনপথ, রাজপথ অথবা সরকারী জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করা।

৮. পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত, কোন সড়কের উপর পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা অথবা খোয়াড় অথবা কোন রাস্তাকে জীবজন্তু অথবা যানবাহনের বিরাম স্থান অথবা ক্যাম্প স্থাপনের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৯. পৌর এলাকায় জীবজন্তুকে ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

১০. পৌরসভার বিনা অনুমতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলিতভাবে ময়লা ধোয়ার চৌবাচ্চার ভূ-নিম্নস্থ নর্দমার অথবা মলকুন্ডের সকল বস্তু অথবা অন্য কোন আপত্তিকর পদার্থ কোন রাস্তা অথবা জনসাধারনের জায়গায় অথবা কোন সেচ খালে অথবা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এমন কোন ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা অথবা ড্রেনে প্রবাহিত অথবা নিষ্কাশিত হইতে দেওয়া।

১১. পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন জনপথে নর্দমার লে-আউট দেয়া অথবা পরিবর্তন করা।

১২. পৌরসভার বিনা অনুমতিতে গৃহের নর্দমা জনসাধারণের সড়কে সংযোগ দেওয়া।

১৩. কোন সড়ক অথবা পৌরসভা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত অথবা নির্ধারিত নহে এমন কোন স্থানে আবর্জনা ফেলা অথবা রাখা।

১৪. পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন বিপজ্জনক অথবা ক্ষতিকর ব্যবসা পরিচালনা করা অথবা কোন ক্ষতিকর অথবা বিপজ্জনক দ্রব্য জমা করা।

১৫. খাবার পানি দূষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয় এমন কাজ করা।

১৬. জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক সন্দেহে পৌরসভা কর্তৃক কোন উৎস হইতে পানি পান করিবার জন্য নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তাহা ব্যবহার।

১৭. জনসাধারণের পানীয় জলের কূপ অথবা অন্যান্য উৎসে অথবা সন্নিকটে গবাদিপশু অথবা জীবজন্তুকে পানি পান করানো অথবা গোসল করানো অথবা ধৌত করানো।

১৮. আবাসিক এলাকা হইতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে কোন পুকুর অথবা অন্য কোন ডোবায় অথবা ইহার সন্নিকটে শন, পাট অথবা অন্য কোন গাছ-পালা নিমজ্জিত করিয়া রাখা।

১৯. পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং অথবা পাকা করা।

২০. পানি সরবরাহের জন্য পৌরসভার ব্যবস্থিত অথবা নিয়ন্ত্রিত কূপ, জলাধার, মেইন-লাইন, পাইপ অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্ত করা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া।

২১. পৌরসভার বিনা অনুমতিতে কোন মেইন লাইন অথবা পাইপ হইতে, পানি টানিয়া নেওয়া, ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা অথবা লইয়া যাওয়া।

২২. পানি সরবরাহের মেইন পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোন সরঞ্জাম অথবা যন্ত্রপাতিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।

২৩. পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর অথবা অন্য কোন কিছু খনন করা।

২৪. পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে ইটভাটা, চুনভাটা, কাঠকয়লা ভাটা অথবা মৃৎশিল্প স্থাপন।

২৫. পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত, জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

২৬. পৌরসভার নির্দেশে কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুন্ড অথবা ময়লা, নোংরা পানি, অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার পাত্র সরবরাহ, বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরণ অথবা যথাযথ রাখিতে ব্যর্থ হওয়া।

২৭. পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতি ক্ষতিকারক ঘন গাছপালা অথবা ঝোপ, কোন জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক পরিষ্কার অথবা অপসারণ করিতে ব্যর্থ হওয়া।

২৮. জনপথ সংলগ্ন কোন জমিতে জন্মানো ঝোপ-ঝাড় অথবা ইহাতে জন্মানো গাছের ডালপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া থাকা অথবা বাধা সৃষ্টি করা অথবা কোন বিপদ সৃষ্টি করা অথবা তাহা ঝুলিয়া পড়িলে কূপ, পুকুর অথবা পানির অন্যান্য উৎস যাহা হইতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পানি পাওয়া যায় তাহা দূষিত করিবার সম্ভাবনা অথবা এই আইনের

অধীনে কোন না কোন ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল অথবা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত সত্ত্বেও জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক তাহা কাটিয়া অথবা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থ হইলে।

২৯. পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত শস্যের চাষাবাদ, সারের প্রয়োগ অথবা ক্ষতিকর পন্থায় জমিতে সেচ প্রদান।

৩০. পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন কূপ, পুকুর অথবা অন্য কোন পানি সরবরাহের উৎস কোন সংশ্লিষ্ট জমির অথবা ইমারতের মালিক অথবা দখলদারকর্তৃক পরিষ্কার, মেরামত, আচ্ছাদন, ভরাট অথবা নিষ্কাশন করিতে ব্যর্থ হওয়া।

৩১. পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন ইমারত অথবা জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক ইমারত অথবা জমিতে পানি ও নোংরা পদার্থ সংগ্রহ অথবা তাহা হইতে বহনের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত সরু পাত্র বিশেষ অথবা পাইপ যথোপযুক্ত রাখিতে ব্যর্থ হওয়া।

৩২. চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সংক্রামক রোগ সম্পর্কে পৌরসভাকে প্রতিবেদন প্রদানে চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

৩৩. কোন ইমারতে কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পৌরসভাকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হওয়া।

৩৪. সংক্রামক রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন ইমারতকে মালিক কর্তৃক রোগ জীবাণু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা অথবা রোগ-জীবাণু মুক্ত না করিয়া ভাড়া প্রদান করা।

৩৫. সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য অথবা পানীয় দ্রব্য বিক্রয়।

৩৬. সংক্রমিত কোন যানবাহনে মালিক অথবা চালক কর্তৃক যানবাহন রোগ জীবাণু সংক্রমণ মুক্ত করিতে ব্যর্থতা অথবা সংক্রমিত যানবাহনে যাত্রী বহন করা।

৩৭. দুগ্ধজাত দ্রব্য ও খাদ্যের উদ্দেশ্যে পালিত পশুকে ক্ষতিকারক বস্তু, ময়লা অথবা আবর্জনা খাওয়ানো অথবা খাবার সুযোগ দেওয়া।

৩৮. নির্ধারিত স্থান ব্যতীত, অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা।

৩৯. ক্রেতার চাহিদা অনুসারে প্রকৃত বস্তু ও গুণে যাহা সঠিক নয় এমন খাদ্য অথবা পানীয় ক্রেতা বশীভূত করিয়া বিক্রয় করা।

৪০. পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত, সাধারণের ব্যবহার্য অথবা নিবন্ধিত গোরস্থান অথবা শ্মশান-ঘাট নয় এমন কোন স্থানে মৃতদেহ দাফন অথবা দাহ করা।

৪১. যথাযথ অনুমতি ছাড়া পৌরসভার দিক নির্দেশক-পোস্ট, বাতি-পোস্ট অথবা বাতি নড়াচড়া অথবা বিকৃত করা, পৌরসভার কোন বাতি নিভাইয়া ফেলা।

৪২. পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত, অন্য কোন ইমারতের উপর অথবা অন্য কোন স্থানে বিল, নোটিশ, প্ল্যাকার্ড অথবা অন্য কোন পত্র অথবা বিজ্ঞাপনের বিষয়াদি এতদুদ্দেশ্যে আটিয়া দেওয়া।

৪৩. কোন অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন।

৪৪. পৌরসভা কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠের গুড়ি, কাঠ, শুকনা ঘাস, খড় অথবা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তূপিকৃত করা অথবা সংগ্রহ করা।

৪৫. যথাযথ বাতি সংযোজন না করিয়া সূর্যাস্তের আধাঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের আধাঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৪৬. যানবাহন চালানোর সময় যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য যানবাহন অতিক্রমকালে ডানপার্শ্বে দিকে থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিনিষেধ না থাকা।

৪৭. পৌরসভা কর্তৃক জারিকৃত কোন সাধারণ অথবা বিশেষ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বাদ্যযন্ত্র অথবা রেডিও বাজানো, ঢাক অথবা টমটম পিটানো, হর্ণ অথবা শিংগা ফুঁকানো, কাঁসা অথবা অন্যান্য যন্ত্র অথবা বাসন-পত্র পিটানো।

৪৮. আগ্নেয়াস্ত্র, আতসবাজি পোড়ানো, পটকা, অগ্নি-বেলুন অথবা বিস্ফোরক এমনভাবে ছোঁড়া অথবা এইগুলির কোন খোলস এমনভাবে রাখা যাহাতে পথচারী অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অথবা কর্মরত লোকজনের অথবা কোন সম্পত্তির ক্ষতির ঝুঁকি, বিপদ হইতে পারে অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪৯. পথচারী অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অথবা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় অথবা বিপদ হইতে পারে এমনভাবে গাছ কাটা অথবা ইমারত নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৫০. হিংস্র কুকুর অথবা অন্যান্য ভয়ংকর জন্তুকে আলগা ছাড়িয়া অথবা লেলাইয়া দেওয়া।

৫১. পৌরসভা কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা অন্যভাবে নিরাপদ করিতে ব্যর্থ হওয়া।

৫২. পৌরসভা কর্তৃক লোকজন বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত ইমারত লোকজন বসবাসের জন্য ব্যবহার করা অথবা ব্যবহার করিতে দেওয়া।

৫৩. পৌরসভার নির্দেশের পরেও কোন ইমারতের চুনকাম অথবা মেরামত করিতে ব্যর্থ হওয়া।

৫৪. পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশের পরেও কোন ইমারতের মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক বাড়ির ময়লা নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হওয়া।

৫৫. এই আইন কর্তৃক অথবা ইহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে পৌরসভার কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী অথবা পৌরসভা কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান।

৫৬. ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি অথবা বদান্যতা, উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে শরীরের কোন বিকলতা অথবা কোন রোগ অথবা কোন ক্ষতিজনক ঘা অথবা ক্ষত উন্মুক্তকরণ অথবা প্রদর্শন।

৫৭. পৌরসভা কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন অথবা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৫৮. পৌরসভার পৌর কাউন্সিলর অথবা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজে অথবা অংশীদার কর্তৃক পৌরসভার সহিত পৌরসভা কর্তৃক অথবা পৌরসভার পক্ষে কোন চুক্তিতে অংশগ্রহণ অথবা স্বার্থ অর্জন করা।

৫৯. পৌরসভা কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী বলিয়া ঘোষিত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর কাজে অনুপস্থিতি অথবা কাজে অবহেলা অথবা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অদৃশ্যভাবে কাজ সম্পাদন।

৬০. এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসাবে নির্ধারিত কোন কাজ করা।

৬১. এই আইনের বিধানবলী, বিধি বা প্রবিধান বা উপ-আইন অথবা ইহার অধীনে প্রণীত অথবা জারিকৃত কোন আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি অথবা ঘোষণা লঙ্ঘণ করা।

নোট:

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
লেভেল-১২, এলজিইডি প্রধান কার্যালয়
শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮২৬১৭৭, ওয়েব সাইট: www.iugip-lged.org